পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৭ বর্ষ ॥ ২৪শ সংখ্যা

১৩ই সফর, ১৪১৭ হিঃ ॥ ১৬ই আষাঢ়, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ॥ ৩০শে জুন ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

			পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ—ব্যবসা ও লেন দেন	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ	২
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	:	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৩
হাকিকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৪
জুমুআর খুৎবা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	:	অনুবাদ : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	১০
ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে	:		১৯
চলতি দুনিয়ার হালচাল—নারী পুরুষের সম্পর্ক	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২১
আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ	:	ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৩
এম, টি, এ ডাইজেস্ট	:	সংকলন : আবদুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	২৭
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩২
ওসীয়্যত দপ্তর থেকে	:		৩৪
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		৩৬
আস্ হাবে কাহাফের পাতা	:	আররকীম	৩৮
সম্পাদকীয়	:		৪১

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৭তম বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা

৩০শে জুন, ১৯৯৬ : ৩০শে এহসান, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ১৬ই আষাঢ়, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা-৪

২০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হইয়া যাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহার কতক ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতায় (৫৮০) লিপ্ত হয়; এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে (৫৮১) বসবাস কর; যদি তোমরা তাহাদিগকে অপসন্দ কর, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) এমনও হইতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপসন্দ কর আল্লাহ্ উহার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন।

২১। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে মনস্থ কর এবং তাহাদের কাহাকেও প্রচুর সম্পদ (৫৮২) দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই (ফিরাইয়া) লইও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়া ও প্রকাশ্য পাপাচার করিয়া উহা ফিরাইয়া লইবে?

৫৮০। মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে নূতনভাবে বিবাহ করা হইতে মৃতের আত্মীয়রা সম্পত্তির লোভে বাধা দিতে পারে না। তবে, চরিত্রহীন লোকের সহিত বিবাহ হইতে তাহাকে বারণ করিতে পারে। এই বাক্যটি যদি স্বামীদের প্রতি আহ্বান বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে, যে সব স্ত্রী স্বামীর সহিত আর বসবাস করিতে চাহে না, বরং খোলা'র মাধ্যমে স্বামী হইতে পৃথক হইতে চাহে, তাহা হইলে স্ত্রীর অর্থ বা সম্পদের লোভে, স্বামী যেন বাধা না দেয়। তবে, সে একটি মাত্র কারণে স্ত্রীকে বাধা দিতে পারে—যদি তাহা প্রতিপন্ন হয় যে, গর্হিত অপরাধমূলক অপকর্মের উদ্দেশ্যে স্ত্রী খোলা চাহিতেছে।

৫৮১। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে তাহার স্ত্রীর সহিত সর্বোত্তম ব্যবহার করে।" 'আশিরুহুন্না' 'মুফাআলা'র ওজনে বা মাত্রায় থাকায়, ইহা দ্বারা পারস্পারিকতা বুঝায়, স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকা ও পরস্পর বিনিময়ের মাধ্যমে বাস করার তাকিদ দেওয়া হইয়াছে।

৫৮২। যদি বিশেষ কারণে কোনও ব্যক্তি এক স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে, সে ঐ স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা আর্থিক পরিমাণে যত বেশীই হউক না কেন, ফেরত চাহিতে পারিবে না।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

ব্যবসা ও লেন দেন

কুরআন ঃ

و اوفوا الكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم - ذلك خير و احسن تاويلا ٥

অর্থাৎ "এবং যখন তোমরা মেপে দাও, মাপ পূর্ণরূপে দাও, এবং সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করিয়া দাও ; পরিণামে ইহাই কল্যাণজনক এবং সর্বোত্তম।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬ আয়াত)

عن ابى سعيد ن الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين و الشهداء - (ترمذى جلد اول كتاب البيوع)

হাদীস ঃ

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন সত্য ও বিশ্বাসী ব্যবসায়ীগণ নবী, সিদ্দীক ও শহীদের সঙ্গ লাভ করবে। (তিরমিযী প্রথম খণ্ড কিতাবুল বায়উ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) মাপ ও ওজনকারীদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

انكم قد و ليتم امرين هلكت فيه الامم السابقة قبلكم

অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন দু'টি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যা (না পালন করার) কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ উপরোল্লিখিত হাদীস দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর সে বিষয়টি হলো মাপ ও ব্যবসায় সম্পর্কিত লেন দেন। আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে এদিকটা তা হতে রক্ষা পায় নি। বরং বহু সমস্যা ঝগড়া-বিবাদ, মোকদ্দমা, খুন ও সম্পর্কচ্ছেদের মত ন্যাক্যারজনক ঘটনা ঘটছে।

কুরআন অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে যে, মাপের ব্যাপারে অর্থাৎ লেন দেনের ব্যবসায় সর্তক হও। কল্যাণের আকাঙ্খা থাকলে এরূপ ব্যবসা সততার সাথে কর। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলেছেন, সৎ ব্যবসায়ীর মর্যাদা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অনেক। তারা নবী, সিদ্দীক ও শাহাদতের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। কেননা, হাদীসটিতে দু'টি এমন গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা একজন ব্যবসায়ীর জন্যে অর্জন করা খুব কঠিন। অর্থাৎ "সাদুক" চরম সত্যবাদী ও "আমীন" বিশ্বস্ত বা আমানতদার। আজকের এ যুগে

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক

এমন সব কাজ কর যা সন্তানদের জন্য উত্তম নমুনা এবং শিক্ষার বিষয় হয়। এই উদ্দেশ্যে একান্ত কর্তব্য হলো যে, সর্ব প্রথমে তোমরা নিজেদের সংশোধন কর। যদি তোমরা উচ্চাঙ্গের মুত্তাকী ও পরহেযগার হও এবং খোদাতা'লাকে সন্তুষ্ট করে ফেল তাহলে নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, খোদাতা'লা তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন। আল্লাহ্‌র কালামে খিযর * (আঃ) এবং মূসা আলায়হিমুস্‌সালামের কিচ্ছা উল্লেখিত হয়েছে যে, তারা উভয় মিলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করলেন যা এতীম বালকদের জন্য ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা সেখানে বলেছেন যে, তাদের পিতা সৎ ও পুণ্যবান ছিল। এইরূপ উল্লেখ করেন নি যে, তিনি কেমন ছিলেন। সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে অর্জন কর। সন্তানের জন্য সর্বদা তার পুণ্যের আকাঙ্খা করিও। যদি তারা ধর্ম ও বিশ্বস্ততার বাইরে চলে যায়, তাহলে কি হবে? এই প্রকারের বিষয়ের প্রায়ই লোক সম্মুখীন হয়—বিশ্বাসঘাতকতা চায় ব্যবসার মাধ্যমে হউক বা ঘুষের মাধ্যমে অথবা কৃষি কাজের মাধ্যমে হউক, ইহা দ্বারা শরীকগণের অধিকার নষ্ট করা হয়।

ইহার কারণ আমার বুঝে ইহাই আসে যে, সন্তানের জন্য আকাঙ্খা করা হয়; কারণ অনেকবার সম্পত্তির মালিককে এইরূপ বলতে শুনেছি যে, কোন সন্তান চাই যে এই সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে, যাতে করে সম্পত্তি অপরের হাতে চলে না যায়। কিন্তু তারা বুঝে না যে, মারা গেলে, শরীকই বা কী আর সন্তানই বা কী—সকলেই তো তোমার জন্য অপর হয়ে গেল। সন্তানের জন্য যদি আকাঙ্খা করা হয় তা হলে এই উদ্দেশ্যেই করা উচিত যে, যেন তারা ধর্মের সেবক হয়। (মলফুযাত : ৪র্থ খণ্ড, ৪৪৪ পৃঃ)

---

* বিস্তারিতভাবে এখানে বলা হয় নি—সম্পাদক।

(২য় পাতার পর)

একজন ব্যবসায়ীর জন্যে সততার সাথে ব্যবসা করা যে কত কঠিন তা সবারই জানা। এ জন্যে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে এমন ব্যবসায়ী যার মধ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা রয়েছে খোদা তাকে বড় মর্যাদা প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌র রসূল অপর দিকে এ-ও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অসৎ হওয়া এমন কি ব্যবসার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এত বড় পাপ যার কারণে পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে।

সুতরাং আমাদের প্রিয় নবীর শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের ব্যবসায়ীরা যদি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হয় তাহলে একদিকে যেমন জাগতিকভাবে উন্নতি লাভ করবে অপর দিকে আধ্যাত্মিক জগতেরও বড় মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষার উপর আমল করার তৌফীক্ দিন, আমীন।

হাকিকাতুল ওহী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(২৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

লেখকের স্বরচিত আরবী কবিতাটির অবশিষ্টাংশের বঙ্গানুবাদ

"হে আব্দুল হাকিম! তুমি আমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছ ঐগুলি একটি ঢেলার ন্যায়। তুমি এই ঢেলা ছাড়িয়াছ একটি তলোয়ারের বিরুদ্ধে যাহা কাটে। খোদার কসম, খোদার প্রিয় ব্যক্তি কখনো লাঞ্ছিত হইবে না। খোদার কসম, তুমি বিজয়ী হইবে না। তোমাকে রদ করা হইবে। ইহা খোদার তরফ হইতে পাকা ও নিশ্চিত খবর। অতএব শুনিয়া রাখ, তাঁহার নির্ধারিত সময় আসিতেছে। খোদার কসম, প্রত্যেক ষড়যন্ত্রের সুতা ছিঁড়িয়া ফেলা হইবে, তাহা সাধারণ ষড়যন্ত্রই হউক বা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রই হইক না কেন। তুমি আমাকে কাফের বল তোমার এই কাফের বলাটা কোন নতুন ব্যাপার নহে। ইহা একটি পুরাতন রীতি, যাহা আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পূর্বে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণকে কাফের ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহারা বলিত, ইহারা নীচ ও কাফের। কিন্তু তাঁহাদের মর্যাদা যাহা আছে তাহাই। তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ তাহা হইতে তওবা কর এবং আমার দিকে দৌড়াও। হে ভ্রান্তিতে নিপতিত ব্যক্তি! ক্ষমা করিয়া দেওয়া আমার স্বভাব। যদি তুমি যুদ্ধ করিতে চাহ, তবে আমি যুদ্ধ করিব। তাবু খাটাইয়া বাহিরে ময়দানে আসিয়া আমি উপস্থিত হইয়াছি। আমার রসনা কর্তনকারী তলোয়ারের ন্যায়, যাহা দুশমনদিগকে বিনাশ করে। আমার কথা বর্শার অগ্রভাগের ন্যায়। বহু হৃদয়কে আমি বিদীর্ণ করিয়াছি। বহু বক্ষকে আমি ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছি এবং করিতেছি। আমি প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। এখন শেষ পর্যায়ে তুমি যুদ্ধের চক্করে আসিয়াছ। অতএব শীঘ্রই মজা বুঝিবে। আমার খোদার তরফ হইতে তোমার মধ্যে একটি নিদর্শন আছে। যদি তুমি না জানিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি জানাইয়া দিতেছি। তুমি বলিয়াছ, এই ব্যক্তি দাজ্জাল এবং খোদাতা'লার নামে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলে। তুমি বকোয়াজ করিতেছ এবং যুদ্ধে কষ্ট করিতেছ। হে লোভ লালসার শিকারে পরিণত বান্দা! ইহা খোদার হুকুম যাহা কিছু গোপন করিতেছ, একদিন তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। সত্য একটি নির্ভেজাল কর্ম, যাহা আমাকে রক্ষা করিবে। অতএব ভয় কর, আমি একটি পশ্চাদ্ধাবনকারী আরোহী।"

১৫৮ নং নিদর্শন :—বলা বাহুল্য, মৌলবী সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের পর কাবুলে যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহাও আমার জন্য খোদার তরফ হইতে একটি নিদর্শন। কেননা মযলুম শহীদ মরহুমের হত্যার মাধ্যমে আমাকে ভয়ানক অবমানিত করা হইয়াছে।

এই জন্য খোদার ক্রোধ কাবুলে গজবের তলোয়ার চালাইলেন। এই মযলুম শহীদকে নিহত করার পর কাবুলে ভয়ঙ্কর কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। যে সকল লোক শহীদ মযলুমকে নিহত করার পরামর্শ দানে অংশীদার ছিল তাহাদের অধিকাংশ কলেরার শিকার হইয়া গেল। স্বয়ং কাবুলের আমীরের গৃহে কোন কোন মৃত্যুর দরুন মাতম দেখা দিল। কয়েক হাজার মানুষ যাহারা এই হত্যাকাণ্ডে আনন্দিত হইয়াছিল তাহারা মৃত্যুর শিকার হইয়া গেল। কলেরার মহামারীর এইরূপ ভয়ঙ্কর তুফান আসিল যে, বলা হয় কাবুলে এইরূপ কলেরা অতীত কালে খুব কমই দেখা গিয়াছে। انی مهین من اراد اهانتک ইলহাম এস্থলেও পূর্ণ হইল।

بنگر که خون ناحق پروانه شمع را   چندان امان نه داد که شب را سحر کنند

(অর্থ:—হের হে মানব, আল্লাহ্র এক প্রিয় বান্দার অহেতুক খুন! কী হৃদয় বিদারক দৃশ্য! ঐ হের, আসিয়া গেল আল্লাহ্র গজবের পরওয়ানা। রাত না পোহাইতেই শুরু হইল গ্রামে, গঞ্জে রাজ পরিবারে ভয়ঙ্কর মড়কের হানা। অফুরন্ত মৃত্যুর লীলা! কে শুধায় কাহারে! শোনা যায় শুধু গগন-বিদারী কান্নার রোল। আল্লাহ্র এক বেকসুর বান্দার খুনের প্রতিফল—অনুবাদক)।

১৫৯ নং নিদর্শন ঃ—আমার পুস্তক আঞ্জামে আথম এর ৫৮ (আটান্ন) পৃষ্ঠায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী এই ছিল, যাহা মৌলবী আবদুল হক গজনবীর মোকাবেলায় লেখা হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটির মর্ম কথা এইরূপ যে, আবদুল হকের মোবাহালার পর খোদাতা'লা আমাকে সব ধরনের উন্নতি দান করেন। আমার জামাতের লোক সংখ্যা হাজার হাজার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন। আমার জ্ঞানে লক্ষ লক্ষ লোককে ঝুঁকাইয়া দিল। ইলহাম অনুযায়ী মোবাহালার পর আমাকে আরো একটি ছেলে দান করা হইল। ইহার জন্মের দরুন আমার তিন ছেলে হইয়া গেল। অতঃপর চতুর্থ ছেলের ব্যাপারে আমার নিকট অনবরত ইলহাম হইতে লাগিল। আমি আবদুল হককে নিশ্চিত করিতেছি যে, এই ইলহাম পূর্ণ হওয়া না শুনা পর্যন্ত সে মরিবে না। যদি সে কেউকেটা হইয়া থাকে তবে দোয়ার দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অকার্যকর করিয়া দেওয়া তাহার উচিত। আঞ্জামে আথম পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যাহা চতুর্থ ছেলের ব্যাপারে করা হইয়াছে। অতঃপর এই ভবিষ্যদ্বাণীর আড়াই বৎসর পরে আবদুল হকের জীবদ্দশাতেই চতুর্থ ছেলের জন্ম হইয়া গেল। তাহার নাম মোবারক আহমদ রাখা হইয়াছে। সে এখনো খোদাতা'লার ফযলে জীবিত মজুদ আছে। যদি মৌলবী আবদুল হক এই ছেলের জন্মের কথা না শুনিয়া থাকেন, তবে এখন আমি তাহাকে শুনাইয়া দিতেছি। ইহা কত আজীমুশ্বান নিদর্শন যে, দুই দিক হইতে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ছেলের জন্ম হওয়া পর্যন্ত আবদুল হকও জীবিত রহিল

এবং ছেলেরও জন্ম হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত এই ব্যাপারে আব্দুল হকের কোন বদদোয়া মঞ্জুর হইল না। সে তাহার বদদোয়া দ্বারা এই প্রতিশ্রুত ছেলের জন্ম হওয়া বন্ধ করিতে পারিল না। বরং এই ছেলে ছাড়া আরো তিনটি ছেলের জন্ম হইল। অন্যদিকে আব্দুল হকের অবস্থা এই হইল যে, মোবাহালার পর আব্দুল হকের গৃহে বার বৎসর অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একটি ছেলেরও জন্ম হয় নাই। বলাবাহুল্য, মোবাহালার পর নির্বংশ হইয়া যাওয়া এবং বার বৎসর অতিক্রম করা সত্ত্বেও একটি ছেলের জন্ম না হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্তান থাকা আল্লাহ্‌র ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা মৃত্যুতুল্য ব্যাপার, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, إن شانئك هو الأبتر - (অর্থঃ—নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে—অনুবাদক) স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বদ্‌জবানের সাথেই আব্দুল হকের গৃহে কোন ছেলের জন্ম হইল না, বরং সে নিঃসন্তান রহিল এবং এই বরকত হইতে সে সম্পূর্ণরূপে দুর্ভাগা রহিল। তাহার ভাইও মরিয়া গেল। মোবাহালার পর ছেলের জন্ম হওয়ার পরিবর্তে তাহার ভাইও ইহলোক ত্যাগ করিল। *

এস্থলে ন্যায় বিচারকগণ একটি বিষয় লক্ষ্য করুন এবং খোদাতা'লাকে ভয় করিয়া চিন্তা করুন। এই অদৃশ্যের জ্ঞান কি কোন মানুষের শক্তির মধ্যে নিহিত আছে যে, নিজেই মিথ্যা বানাইয়া বলে যে, নিশ্চয় আমার গৃহে চতুর্থ ছেলের জন্ম হইবে এবং নিশ্চয় অমুক ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং তৎপর এইরূপই ঘটিবে? পৃথিবীতে কি এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত মজুদ আছে যে, কোন কোন মিথ্যাবাদীকে খোদা এইরূপে সাহায্য করিলেন যে, উভয় দিক হইতে তাহাকে সত্যবাদী করিয়া দেখাইয়া দিলেন? অর্থাৎ চতুর্থ ছেলেও দিয়া দিলেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাহার দুশমনকে জীবিত থাকিতে দিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, মোবাহালার শত শত বরকতের মধ্যে আমাকে একটি এই বরকত দেওয়া হইয়াছে যে, মোবাহালার পর খোদা আমাকে তিনটি ছেলে দান করেন, অর্থাৎ শরীফ আহমদ, মোবারক আহমদ ও নাসীর আহমদ। এখন যদি আমি আবদুল হকের নিঃসন্তান হওয়ার ব্যাপারে ভুল করিয়া থাকি তবে সে বলুক মোবাহালার

টীকাঃ * আমি আমার পুস্তক আনোয়ারুল ইসলামে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে এই কথাও আবদুল হকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, সে সন্তান লাভে বেনসীব থাকিবে। সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা করিয়া আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে রদ করিয়া দেওয়া এবং মোবাহালার ক্রিয়াকে অকার্যকর করিয়া দেওয়া তাহার উচিত। বস্তুতঃ সে এখনো নিঃসন্তান এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ ইং পর্যন্ত তের বৎসর অতিক্রম করা সত্ত্বেও মোবাহালার দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে সন্তান হইতে বঞ্চিত।

পর তাহার গৃহে কয়টি ছেলের জন্ম হইয়াছে এবং কোথায়। নতুবা পূর্বের কোন ছেলেকেই দেখাইয়া দিক।* যদি ইহা অভিসম্পাতের ফল না হয়, তবে ইহা কী? বার বার আমি লিখিয়াছি যে, মোবাহালার পর আবদুল হক প্রত্যেক বরকত হইতে বঞ্চিত রহিল। অনুরূপভাবে তাহার মোকাবেলায় আমার উপর ঐ ফযল হইল যে, জাগতিক ও ধর্মীয় কোন বরকত নাই যাহা আমি পাই নাই। সন্তানে বরকত হইল। দুইটির পরিবর্তে পাঁচটি সন্তান হইয়া গেল। ধন-সম্পদের বরকত হইল। কয়েক লক্ষ টাকা আসিল। মান সম্মানে বরকত হইল। কয়েক লক্ষ মানুষ আমার বয়াত করিল। খোদার সমর্থনে বরকত হইল। শত শত নিদর্শন আমার জন্য প্রকাশিত হইল।

১৬০ নং নিদর্শন ঃ এখন লখোর অধিবাসী মৌলবী আবদুর রহমান মুহীউদ্দিনের নিজের হাতের লেখা একটি চিঠি আমার হাতে আছে। এই মাত্র এই চিঠিটি আমার বন্ধু ফাযেল ও বিজ্ঞ মৌলবী হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব আমাকে দিয়াছেন। আমি ইহাকে আমার খোদাতা'লার একটি নিদর্শন মনে করিতেছি। এই জন্য উক্ত মৌলবী সাহেবের দস্তখতকৃত আসল চিঠিটির নকল নিম্নে লিখিতেছি। এই চিঠিটি কীভাবে আমার জন্য নিদর্শন তাহা পরে প্রকাশ করিব। চিঠিটি এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم حامدا و مصليا

অতঃপর সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আবদুর রহমান মুহীউদ্দীনের নিবেদন এই যে, সে এই দোয়া করিয়াছে, হে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞাত খোদা আমাকে জানাও মির্যার অবস্থা কি - স্বপ্নে এই ইলহাম হইল

□ ان فرعون و هامان و جنود هما كانوا خاطئين - وان شانئك هو الا بتر

(অর্থ ঃ—নিশ্চয় ফেরাউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্যবাহিনী ভ্রান্ত পথে। নিশ্চয় তোমার শত্রুই অপুত্রক থাকিবে—অনুবাদক)। মির্যা সাহেবের পক্ষ হইতে উত্তর আসিল যে, এই

টীকা ঃ * এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক, যাহা আনোয়ারুল ইসলামে ছাপা হইয়াছে, আবদুল হকের গৃহে আজ পর্যন্ত কোন ছেলের জন্ম হয় নাই। কেননা, আনোয়ারুল ইসলামে আমি সুস্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছি যে, আবদুল হক হাজার চেষ্টা ও দোয়া করিলেও সে পুত্র সন্তান হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব তাহাই ঘটিয়া গেল।

টীকা ঃ □ বহুলোক নিজেদের স্বপ্ন না বুঝার দরুনও ধ্বংস হইয়া যায়। মৌলবী আবদুর রহমান মুহীউদ্দীন সাহেবের এই দোয়া এই ভিত্তির উপর ছিল যে, মির্যাকে মৌলবী নজির হোসেন দেহলবী এবং তাহার শিষ্য মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তাহার দলবল কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। সে কি যথার্থই কাফের? খোদার নিকট তাহার

ইলহাম একাধিক অর্থবোধক। ইহাতে আমার নাম নাই এবং বড় জোরের সহিত দাবী করিল আমার নামে ইলহাম হইলে তাহা ক্ষমা করা হইবে না। উল্লেখিত ইলহাম দুইটি

(টীকার অবশিষ্টাংশ)

অবস্থা কি? তখন ইহার জবাবে (যদি আমরা মুহীউদ্দীনের ইলহামকে সত্য মনে করিয়া নেই) খোদা বলেন,

ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين

(অর্থ :— নিশ্চয় ফেরাউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্য বাহিনী ভ্রান্ত পথে— অনুবাদক)। অতএব আমি এই ইলহামেরর এই অর্থই করিব যে, এই ইলহাম খোদাতা'লা কুফরীর ফতুয়ার নায়ক দুই মৌলবীকে ফেরাউন ও হামান সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ঐ দুইজন মৌলবী ও তাহাদের অনুসারীরা কুফরীর ফতুয়ায় ভ্রান্ত ছিল এবং সর্বপ্রথম কুফরীর ফতুয়াদানকারীকে রূপকভাবে ফেরাউন সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং যে ফতুয়া লিখিয়াছিল তাহাকে হামান সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট হাজার হাজার মৌলবী প্রভৃতি যাহারা পাঞ্জাবে ও ভারতবর্ষে তাহাদের এই কুফরীর ফতুয়ায় অনুসারী হইয়াছে, তাহাদিগকে ইহাদের সৈন্য বাহিনী সাব্যস্ত করিয়াছেন। যদি মৌলবী মুহীউদ্দীন দুর্ভাগা না হইত, তবে এই অর্থ খুবই সুস্পষ্ট ছিল। কেননা, ফেরাউন ও হামানের রীতি এই সকল লোকেই গ্রহণ করিয়াছিল, যাহা বিনা অনুসন্ধানে আমাকে বিনাশ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধে একটি তুফান সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। এই ব্যাপারে আরো একটি প্রমাণ এই যে, বারাহীনে আজ হইতে ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর পূর্বে এই দুই জনকে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ফেরাউন ও হামান বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১০ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় এই লেখাটি আছে :

واذ يمكر بك الذى كفر * اوقد لى يا هامان لعلى اطلع على اله موسى وانى لاظنه من الكاذبين - تبت يدا ابى لهب و تب -

(অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পাতায় দেখুন)

টীকা : * স্মরণ রাখিতে হইবে খোদার এই ওহীতে উভয় উচ্চারণ আছে। كفر ও আছে এবং كفر ও আছে। যদি كفر এর উচ্চারণের আলোকে অর্থ করা হয় তবে এই অর্থ হইবে যে, প্রথম জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া থাকিবে এবং বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার পরে সে বিপথগামী ও অস্বীকারকারী হইয়া যাইবে। এই অর্থ মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সম্পর্কে খুব প্রযোজ্য। তিনি বারাহীনে আহামদীয়ার পর্যালোচনায় আমার সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, নিজের মা বাপকেও আমার নিকট উৎসর্গ করেন।

সফর মাসে হইয়াছিল। যখন মির্যার জবাব আসিয়া গেল তখন সফর মাসের পরে স্বপ্নে এই ইলহাম হইল মির্যা সাহেব ফেরাউন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। এখন মির্যার দাবীও ভ্রান্ত হইয়া গেল এবং মির্যা সাহেবের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। যখন আমার নিকট প্রথম ইলহাম হইয়াছিল তখন জাগ্রত হওয়া মাত্রই আমার হৃদয়ে এই ব্যাখ্যার উদ্রেক হইল যে, ফেরাউন মির্যা সাহেব এবং হামান নূরুদ্দীন। সমগ্র মুসলিম জাহানের কল্যাণের জন্য এই সংবাদ অবহিত করা আমার জন্য জরুরী ছিল।

ہن تو بھی حق کہیں دے آئے لگ بندھے بھروا – اہل نفاق بلاتیل بولیاں لو کاں
دینی بہلا وا

(অর্থ:—লোকেরা যতই হৈ চৈ করুক, মোনাফেকরা যতই খারাপ বলুক, আর লোকেরা যতই নিন্দা করুক না কেন, এখন তুমি সত্য কথা বলিয়া দাও—অনুবাদক)।

বিনীত দাস

লখোর অধিবাসী আবদুর রহমান মুহীউদ্দীনের স্বলিখিত

২১শে রবিউল আউয়াল, ১৩১২ হিজরী।

(টীকার অবশিষ্টাংশ)

ماکان له ان یدخل فیها الا خائفا – وما اصابک فمن الله الفتنة ههنا
فاصبر کما صبر اولو العزم الا انها فتنة من الله – لیحب حبا جما –
حبا من الله العزیز الاکرم عطاء غیر مجذوذ –

বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১০ ও ৫১১ পৃষ্ঠা দেখ। অনুবাদ:—স্মরণ কর ঐ যুগকে যখন এক ফেরাউন তোমাকে কাফের সাব্যস্ত করিবে এবং তাহার বন্ধু হামানকে বলিবে, তুমি কুফরীর আগুন জ্বালাইয়া দাও; অর্থাৎ এইরূপ তীক্ষ্ণ ফতুয়া লেখ যাহাতে মানুষ ঐ ফতুয়া দেখিয়া ঐ ব্যক্তির প্রাণের দুশমন হইয়া যায় এবং তাহাকে কাফের মনে করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে আমি দেখিব যে, এই মূসার খোদা তাহাকে কোন সাহায্য করে কিনা। আমি তো তাহাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি। আবু লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যদ্বারা সে ফতুয়া লিখিয়াছিল। সে এখনই ধ্বংস হইয়াছে। এই ব্যাপারে তাহার নাক গলানো উচিত ছিল না। তুমি যে কষ্ট পাইবে তাহা খোদার তরফ হইতে। এই ফতুয়ার দরুন তোমার উপর ফেতনা নামিয়া আসিবে। অতএব ধৈর্য ধর, যেভাবে দৃঢ় সংকল্প নবীগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। স্মরণ রাখ, এই কুফরীর ফেতনা খোদার তরফ হইতে প্রকাশিত হইবে, যাহাতে তিনি তোমাকে অত্যধিক ভালবাসিবেন। ইহা ঐ দয়াময়ের ভালবাসা, যিনি পরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান। ইহা ঐ দান, যাহা যখনো ফিরাইয়া নেয়া হইবে না। (ক্রমশঃ)

(টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১২ই আগষ্ট '৯৪ লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ ঃ মোহম্মদ হাবীবউল্লাহ্

(২৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি তোমার সাথে সদাচারণ করে তার ঐ সদাচরণের প্রতিদান কোন না কোনভাবে অবশ্যই দাও। যদি প্রতিদান দেবার মত কোন কিছু তোমার কাছে না-ই থাকে তবে অন্ততঃ মঙ্গল কামনা করে উত্তম দোয়া-ই করো।" এইটি সে কথাই যা আমি পূর্ববর্তী হাদীসের উদ্ধৃতির সাথে বর্ণনা করে এসেছি এবং এতে আবারও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করা হয়েছে যে—দোয়া এতটা করো—যেন তোমার অনুভব হতে থাকে যে, তুমি তার এহসানের কৃপার বিনিময় পরিশোধ করে দিয়েছো।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-এর পক্ষ থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে—আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, কুন্ ওয়ারেআন তাকুন আঅ্ বাদান্ নাস অর্থাৎ তুমি পরহেযগার হয়ে যাও, তুমি মুত্তাকী হয়ে যাও ; সকল বান্দাদের মধ্যে তুমি বেশী ইবাদতকারী বলে পরিগণিত হবে।

বর্তমান সময়ে এইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপর গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো—সৎ হওয়া। এক ব্যক্তি যদি দিন-রাত ইবাদতে লেগে থাকে কিন্তু তাকওয়ায় একেবারে শূন্য—খালি থাকে এবং তার প্রাত্যহিক জীবনে মানবীয় সম্পর্কাদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টির অনুবর্তী না হয়—তবে তো এমন ব্যক্তির ইবাদতসমূহ বৃথা। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সৎকর্মে মগ্ন থাকলেও ইবাদতে ঘাটতি থেকে যায়—এর অর্থ এই নয় যে, ফরয ইবাদত পালন করে না বা নফল সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করে বরং উদ্দেশ্য এই যে—এতে অর্থাৎ ইবাদতে অসাধারণ একাগ্রচিত্ততা দেখাতে পারে না ; এমন ব্যক্তিকেও দৃঢ় আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে—যদি তুমি সৎকর্মে লেগে থাকো এবং 'খালেসাতাল্লাহ্' আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছো তাহলে 'আ'বুদুন্নাস' হয়ে যাবে—সব লোকদের থেকে অগ্রগামী ইবাদতকারী হবে। এই যে বিষয়-বস্তু এর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আরও এক বাণী প্রামাণিক সাক্ষী রয়েছে। এ কারণে মনে উদিত কোন ব্যাখ্যা এটি নয় বরং প্রকৃতই এবং সত্য সত্যই এর উদ্দেশ্য এই, যেমন এতে বলা

হয়েছে যে—আঁ-হযরত (সাঃ) এক সময় বলেছেন যে—যদি আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিজ স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলেও খাওয়াও ; তা-ও ইবাদত। অর্থাৎ উদ্দেশ্য এই যে—এক ব্যক্তি এমন সৎলোকে পরিণত হয়ে গেলেন যে, তার জীবিকা এবং তার প্রাত্যহিক জীবনের সকল কাজ-কর্মই তিনি আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি মাফিক তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকেন ; তবে তো স্বাভাবিক-ভাবেই তিনি আ'বুহুন্নাস হয়ে গেলেন। কেননা, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই হাদীসের আলোকে ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। অতএব ধারণাবশতঃ কোন উক্তি এটি নয়। বস্তুতঃ পক্ষেই গোটা জীবনই ইবাদতে পরিণত হয়। সুতরাং সারাটা জীবন যার ইবাদতে পরিণত হয়েছে তার চেয়ে বড় ইবাদতকারী আর কে-ই বা হতে পারে! তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন, 'কুন ক্বানেআন তাকুন আশকারান্নাস' অর্থাৎ সন্তুষ্ট হও, তৃপ্ত হও, অল্পে পরিতুষ্ট হতে শেখো ; কৃতজ্ঞ বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ হবে তুমি।

এখন—স্বল্পেতুষ্টতা কী জিনিস! আমি পূর্বে এ বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিকতায় একবার দু' এক খুৎবায় আলোকপাত করেছি। স্মরণ করানোর জন্য সারাংশে সংক্ষিপ্তাকারে জানিয়ে দিচ্ছি এই যে, কেনাআৎ বা স্বল্পে-তুষ্টতা হলো—খোদা যা কিছু দিয়েছেন হোক না তা খুবই সামান্য নিজের পা ওই চাদরের মধ্যে গুটিয়ে রাখা এবং তার বাইরে পা বের করার কল্পনাও না করা। এমন যে ব্যক্তি সে কক্ষণও ঋণগ্রস্থ হোতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্খা জমা করে রাখে। নিজের প্রয়োজনগুলো থেকে বাছাই করে, বাছাই এতটা করে যে, ওই চাদরের মধ্যেই যেন সামলিয়ে রাখা যায়—যে রেযেকের চাদর খোদা তাকে দান করেছেন এবং এর পরে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে, যাবতীয় প্রয়োজন মিটে গিয়েছে, আমি ভালই আছি আর তোমার প্রতি কৃতজ্ঞও। এই অর্থে যে তুষ্ট হয় না এবং খোদার দেওয়া থেকেও অবৈধভাবে বেশী পেতে অথবা নিজের নফসকে (আত্মাকে) এই আশ্বাস দিয়ে যে, সকল কিছুই বৈধ বলে অপরের অর্থ-কড়ির উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে তাদের কাছে হাত পাতে তাদের মুখাপেক্ষী হয় কখনও ঋণের নামে, কখনও ভিখারীর মত তারা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। তাদের তো সকল প্রয়োজনই তখন বান্দাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তৃপ্তি-তুষ্টি কী করে জুটবে! সর্বক্ষণ তাদের অন্তর কুফরীর (অবিশ্বাসের) মধ্যে পতিত থাকে যে, আচ্ছা খোদা তো প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন না আমরা অমুকের কাছ থেকে ধার নিয়ে প্রয়োজন পুরণ করি, অমুকের সামনে কান্নাকাটি করে অভাব মিটিয়ে নিই। এভাবে সে সকলের সামনেই নিজের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনা করতে থাকে এবং গোটা জীবনই তার অভাবে কেটে যায়। ধার নেয় তো আর ফেরৎ দেয় না, ব্যবসা-বাণিজ্য করলে প্রতারণা করে। এমন ব্যক্তি বস্তুতঃপক্ষে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না যার উপর সে অন্যায় করে থাকে এমন লোক কক্ষণও কৃতজ্ঞতা

জ্ঞাপন করার মত মানসিক গ্রহণযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। কেননা, যে ব্যক্তি কাউকে প্রতারণা করে সে তার বিরুদ্ধে কোন না কোন ওজর-আপত্তি বানিয়ে নেয় এবং সাধারণতঃ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে যে, সে তো আমার সাথে এই চুক্তি করেছিল, সে তো আমার উপর এভাবে অন্যায় করেছে, চাকুরী আমাকে দিয়েছে বটে; কিন্তু অন্য জায়গায় তো আমি আরও ভাল চাকুরী পাচ্ছিলাম তবুও আমি শুধু তারই খাতিরে এখানে রয়ে গেলাম। হাজারো মনগড়া বাহানা আছে যা মানুষ নিজ মনে যদি ভাবে তো জানবে যে, তা সর্বৈব মিথ্যা। এভাবে সে বান্দাদেরও প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, যেমন আরও এক হাদীসের বিষয়-বস্তু এর সত্যতা সাব্যস্ত করে—"মান্ লাম ইয়াশ্ কুরেন্নাসা লাম ইয়াশ্কুরেল্লাহ্" অর্থাৎ যে বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না। পার্থক্য শুধু এই যে, এই হাদীসে বর্ণনার রূপ পাল্টিয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না তারা বান্দাদের প্রতিও হয় না।

অতএব, স্বল্পতুষ্টির সীমার বাহিরে যাওয়া মানেই অকৃতজ্ঞতাকে দাওয়াত দেওয়া, অসন্তুষ্টির পরীক্ষার মধ্যে পতিত হওয়া। আল্লাহ্ কোন উচ্চ গুণ ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সামর্থ্য দান করুন যে—তিনি অকৃতজ্ঞতার পরীক্ষায় পতিত না হোন এবং স্বল্পতুষ্টির সীমার মধ্যে বৈধ কারণ এমন প্রয়োজনে ঋণ নেন—ধ্বংসকারী কোনও মনোরঞ্জনের জন্য নয় বরং খোদাতা'লা প্রদত্ত শিক্ষা অনুযায়ী সাধ্য-সাধনার প্রয়োজনে নেন—তাহ'লে তো এই ঋণ গ্রহণ বৈধই তবে স্বল্পতুষ্টতা—এর দাবী এটাই যে-এমন কাজে ঋণ নিও না যদি তা অসফল হয় তো কোনভাবেই পরিশোধ করতে সক্ষম হবে না। এটি স্বল্পতুষ্টির অপরদিক যে দিকটায় আপনাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত। যদি একজনের কাছে এতটা সহায় সম্পত্তি থাকে যে, এর সমস্তটাও যদি বিক্রি করা হয় তবুও ঋণগ্রস্তের ঋণ শোধ করা হয় না—এমন সীমার বাইরে যদি কেউ ঋণের লাফ দিয়ে বসে তবে সে স্বল্পতুষ্টির সীমা লঙ্ঘন করে। তার জানা আছে যে—আমি এতো পরিমাণ শোধ করার সামর্থ্যই রাখি না এবং তার আরও জানা আছে যে-ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে এমন বিপদাশঙ্কা থাকে যে—যাকিছু বিনিয়োগ করা হয় তা সবই মার খেয়েও যেতে পারে। আবার স্বল্পতুষ্টির অন্যতম দিক এ-ও যে—যদি ধারণায়ও কারও কাছে কিছু চাও-এই আশ্বাস দিয়ে যে, তুমি তা পরিশোধ করবে, কিংবা যা তোমার মুনাফা হবে তা থেকে তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে লভ্যাংশ দিবে তবে এই অবস্থায় স্বল্পতুষ্টির নিজ সীমার বাইরে পদক্ষেপ রাখা না-জায়েয (অবৈধ) নয়। এভাবে স্বল্পতুষ্টির পরিধি আরও ব্যাপকতর হ'তে থাকে। যে ব্যক্তি স্বল্পে তুষ্ট তার সম্বন্ধে রসূল (সাঃ) বলেছেন—সে কৃতজ্ঞ। আরও দিক এতে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্তা'লা বলেছেন যে—যদি তোমরা আমায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, আমি

তোমাদের বর্ধিত করবো—'লীযীদ্বুকুম'-এর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পুনরায় আরো এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক আমাদের হাতে এলো যে—স্বল্পতুষ্টির এই উদ্দেশ্য নয় যে—মুখ ভার করে সীমাবদ্ধ এক গণ্ডীর মধ্যে আটক হয়ে থাকো এবং গোটা জীবন ওই বন্দী অবস্থায় কাটাও। স্বল্পতুষ্টি'কে কৃতজ্ঞতার সাথে জুড়ে দিয়ে হযরত আকদস মুহাম্মদ (সাঃ) অসীম কৃপার দ্বারসমূহ খুলে দিয়েছেন। এতই মহামর্যাদাময় বিষয়-বস্তু এইটি যে—এর গভীরে মজে মানব স্বীয় জীবন-দর্শনের সন্ধান লাভ করে। এখন একথাকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করে আপনারা যদি ওই ব্যক্তিবর্গের অবস্থার উপর দৃষ্টি দান করেন, যারা স্বল্পেতুষ্ট ছিলেন-তবে আপনারা আরও দেখতে পাবেন যে-খোদা তাদের সহায়-সম্পদে এত বরকত দিয়েছেন যে, খুবই অল্পে অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হয়ে গিয়েছে এবং যা কিছু তারা অর্জন করেছেন, জনগণের বিশ্বাসই হ'তে চায় না যে, এতো সামান্য অর্থকড়ি দিয়ে এতো বিপুল কল্যাণ সাধন করা যায়! পুনঃ পুনঃ তাদের অধিক থেকে অধিকতর দেয়া হয়েছে—তাদের সন্তান-সন্ততি বংশধরদেরও অনেক দান করা হয়েছে। সম্পদ রাশির দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আর প্রকৃত ও রহস্যময় ঘটনা এই-ই যে—তাদের পূর্ব-পুরুষদের কেউ স্বল্পে তুষ্ট ছিলেন। এবং স্বল্পতুষ্টির বিষয় সম্পূর্ণ অনুধাবন করে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়ে স্বল্প-তুষ্ট জীবন যাপন করেছেন। পরিণামে এই ঘটেছে যে—খোদা কৃতজ্ঞতার প্রতিদান এতো দিতে শুরু করেছেন যা শেষ-হয়ই না।

সুতরাং, আঁ-হুযূর (সাঃ)-এর ছোট ছোট উপদেশবাণী কখনও কখনও দুর্বোধ্য বা হেয়ালী কথার ন্যায় দেখতে পাওয়া যায় যেমন—স্বল্পেতুষ্ট কী করে হওয়া যায়?! কিন্তু দৃষ্টি প্রসারিত করে যদি তা পাঠ করা যায়, গভীরতায় প্রবেশ করে চিন্তা-ভাবনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়; তবে অবোধ্যতার বোঝা লাঘবকারী বিষয়াদির সন্ধান তাঁরই (অর্থাৎ ঐ বাণীরই) অভ্যন্তরে বিরাজমান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবেই 'শূকুর' বা কৃতজ্ঞ শব্দটি "কেনাআৎ" বা স্বল্পতুষ্টির সমস্ত বোঝা লাঘব করে দিয়েছে। কেননা শূকুর-এর সাথে 'আযীদান্নাকুম' এর প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান আছে।

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন, 'ওয়া আহেব্বা লিন্নাসে মা তুহেব্বু লি নাফসেকা তাকুন মু'মেনা'—এখানে এখানে মু'মেনের সংজ্ঞায় বলে দিয়েছেন যে—আহেব্বা লিন্নাসে মা তুহেব্বু লিনাফসেকা-অন্য লোকদের বেলায় সে কথা পসন্দ করো যা তুমি নিজের জন্য পসন্দ করো। এ স্থলে 'মুসলিম' শব্দ আসেনি। সাধারণভাবে মুসলিমের সংজ্ঞায় মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে কোন কোন অমুসলমানের এই ভ্রান্তি জন্মায় যে—মুসলমানদের কৃপাপূর্ণ দয়া ও বদান্যতাসুলভ আচরণ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তারা বিষয়-বস্তুর এদিক বুঝতে পারে নি।

কেননা, আঁ-হযরত (সাঃ) 'মুসলিম' শব্দটি অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও কৃপা বা রহম প্রকাশার্থে ব্যবহার করেছেন। তবে "মু'মেন" শব্দটি বিশেষার্থে সমগ্র মানবজাতির পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা করতে অত্যন্ত কৃপাভরে ব্যবহার করেছেন—তারই এ-এক দৃষ্টান্ত। আঁ-হযরত (সাঃ) বলছেন যে—'আহেব্বা লিন্নাসে' অন্যদের জন্য ঐ জিনিসই চাও 'মা তুহেব্বু লি নাফসেকা' যা তুমি নিজের জন্য কামনা করো 'তাকুন মু'মেনা' তাহলে তুমি মুমেন হয়ে যাবে অর্থাৎ খোদার হুযূরে মু'মেন লিখিত হবে—এতে কী সম্পর্ক ঘটলো! মুমেন লিখিত হওয়া—এই কথার সাথে এর সম্পর্কই বা কী? যতক্ষণ তা বুঝতে না পারছেন—না এ হাদীসের উপর সঠিক আমল হতে পারে, না এ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়া যেতে পারে। 'মু'মেন' শব্দটির দুই রূপ; এক আল্লাহ্‌র সাথে যুক্ত আরেক বান্দাদের প্রতি আরোপিত,। বা'ইনাহ' এভাবে 'মুসলিম' শব্দটিরও দুই রূপ আছে এক আল্লাহ্‌র দিকে আরেক বান্দার প্রতি। "মু'মেন" এর এক অর্থ নিরাপত্তাদাতা আরেক অর্থ হলো 'ঈমান' আনয়নকারী। এটি পরিভাষাগত অর্থ এবং শরীয়ত সম্মতও। যখন আল্লাহ্‌র সাথে মু'মেনের সম্পর্কের বিষয় আমরা বলি তখন অর্থ হয় ঈমান আনয়নকারী ও বিশ্বাস স্থাপনকারী আর যখন বান্দাদের সাথে সম্পর্কের বিষয় আসে তখন অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্য নিরাপত্তার মধ্যে বাস করা পসন্দ করে—মূলতত্ত্ব এখানে এই যে, সন্তোষজনক এমন (নিরাপদ থাকার) আশ্বাস যদি কেউ পেয়ে যায় তবে এখানেই তো তার স্বর্গ নির্ধারণ হয়ে যায়। সমগ্র মানবজাতির সকল প্রচেষ্টা নিজ আত্মাকে আশ্বস্ত ও তৃপ্ত করা এবং বিপদাবলী থেকে রক্ষা করা। যেমন, তিনি (সাঃ) বলেছেন, এমনটি করলে তুমি মু'মেন বলে আখ্যায়িত হবে। "মু'মেন"-এর আরেক রূপ তো খোদার বান্দাদের দিকেও আরোপ করা হয় আর মুমেন শব্দের ঐ রূপ অর্থ নিলে অনুবাদ এই হয় যে—প্রত্যেক বান্দা তোমার পক্ষ থেকে দেয়া নিরাপত্তায় আছে। আর যদি ঐ বান্দা তোমার দেয়া নিরাপত্তায় বাস করে তবে তুমিও খোদা প্রদত্ত নিরাপত্তায় রইবে এবং এতে তোমার ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। কেননা, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য এই যে—আল্লাহ্‌র দেয়া পানাহ বা আশ্রয়ে মানুষ এসে যাক এবং তার নিরাপত্তার চাদরের ভিতর ঠাঁই লাভ করুক। অতএব, এভাবেও 'রহম ওয়ালা' কৃপাদাতা'র বিষয়-বস্তু এখানেও সঠিক প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে বর্ণনার ধরন ওখানে ভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবকূল তোমা থেকে এমন নিরাপত্তা বোধ করবে যেমন তোমার নিজ জীবন তোমার কাছে নিরাপদ। তোমাদের নফসে বা আত্মায় তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায় পৌঁছতে পারে না। অজ্ঞতা এবং নির্বোধ যুক্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ সবচে' বেশী ক্ষতি নিজ নফসেরই করে থাকে। কিন্তু এখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষতির যে উল্লেখ রয়েছে কোন ব্যক্তি জেনে বুঝে নিজ নফসকে কষ্টে ফেলে না বরং প্রত্যেকের নফ্‌স তার নিজের কাছ থেকে শান্তিতে ও

নিরাপদে থাকে। সুতরাং তিনি (সাঃ) বলেছেন, সমগ্র মানব সন্তানের সাথে এমন ব্যবহার করো যে, তারা সকলে তোমাতে নিহিত তোমার দেয়া নিরাপত্তার মধ্যে প্রবেশ লাভ করুক। যদি এমন করো তবে প্রদত্ত নিরাপত্তায় তুমি এসে যাবে, আল্লাহ্‌র পানাহ বা আশ্রয়ে এসে যাবে এবং তিনিই তোমার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ করবেন এবং এভাবে তোমার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। আপাততঃ অপর যে দিক মু'মেনের রয়েছে তার বিশ্লেষণ রহস্যের আড়ালেই থেকে যাক। কেননা, আমাকে শীগগিরই এখন এই বিষয়ে সমাপ্তি টানতে হচ্ছে। তবে এই দিকটিও ঐ বিষয়েরই সাথে বিষদভাবে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু হাদীসের কিছু শব্দ এখানে এমন যে বিষয়-বস্তু বর্ণনায় ওগুলোর প্রতি আলোকপাত জরুরী তাছাড়াও আমার এ খুৎবার মধ্যেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাও প্রদান করতে হবে।

"ওয়া আহসেন মুজাওয়ারাতা মান জাওয়ারাকা তাকূন মুসলিমান" অর্থাৎ নিজ প্রতিবেশীর পরিবেশের হক আদায় করো, প্রতিবেশীকে তার প্রাপ্য অধিকার দাও, তুমি মুসলিম হয়ে যাবে।

বিস্ময়কর উক্তি যে, এখানেও মুসলমানের উল্লেখ করেননি। প্রতিবেশী তো অমুসলমানও ছিল। আঁ হুযুর (সাঃ)-এর যুগে ইহুদীরাও মুসলমানগণের প্রতিবেশী হয়ে বসবাসরত থাকতো এবং এমন কোন বিবাদ কি আছে যাতে ইহুদী এক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে অথবা অনুরূপ কোন অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে। অতএব বসবাসকারী প্রতিবেশীর মধ্যে তো—হতে পারে হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী ও যে কোন জাতির। তিনি (সাঃ) বলেছেন, নিজ প্রতিবেশীর সাথে শুধু এই নয় যে, সমতাপূর্ণ পারস্পরিক হক আদায় করো। 'আহসেন মুজাওয়ারাতা মান জাওয়ারাকা' এমন প্রতিবেশী-সুলভ উন্নত আচরণ প্রদর্শন করো যাতে বড়ই সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়, উন্নততর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয়। যদি তোমরা এমন করো তবে মুসলিমে পরিণত হবে। এবং 'মুসলিম' এর অর্থ হলো কাউকে নিরাপত্তা দানকারী আর অপর অর্থ হলো নিজের আমিত্বকে-আপন সত্তাকে কারো কাছে সোপর্দ করা ন্যস্ত করা। নিজেকে সোপর্দ করার যে বিষয় তা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত, এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সংবাদ দান করার ব্যাপার যতদূর রয়েছে তা সমগ্র মানবসন্তানের সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, পুনঃ তুমি মুসলিম বলে আখ্যায়িত হবে যদি নিজ প্রতিবেশীদের সাথে উঁচু মানের সদাচরণ দেখাও।

এখন দেখুন, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঝগড়া-বিবাদ যেগুলো আছে, তা কেমনতর যা এখনও জামাতের মধ্যে রয়ে গেছে। রাবওয়াতেই (কাযায়ী মুমেলাত দেওয়ানী) মামলা-মোকদ্দমা কতক রয়েছে প্রাথমিক চেষ্টার পরও যেগুলোর মীমাংসা হতে পারে নি। জামাতের

আপোষ মীমাংসার প্রচেষ্টাও নিষ্পত্তি ঘটাতে পারেনি, কাযা বোর্ডও নিজেদের কথা গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়। শেষাবধি আপীল একেবারে আমার নিকটেই এসে গিয়েছে। দেখা গেল—বিবাদ হলো ছোট্ট এক গলিপথ নিয়ে, কোন এক গাছের পাতা পড়া নিয়ে, যেগুলো কারও ঘরে গিয়ে পড়ে, কোনো গাছের ডাল-পালার ব্যাপার কোনো নালা-নর্দমা বিসম্বাদের কারণ এতই তুচ্ছ ও হীন জিনিসের কারণে মানুষ আঁ হুযুর (সাঃ) উল্লিখিত মুসলিমের সংজ্ঞার বাইরে চলে যায়! ছোট ছোট এসব বিষয় পরিহার করো, নীচে নেমে নিজের অধিকার ছেড়েও যদি কিছু করতে হয় তবে 'আহসানু মূজাওয়ারাত'-এর বিষয়-বস্তু দাবী করছে যে, অধিকারও পরিত্যাগ করো—প্রতিবেশী হিসেবে সাধারণভাবে দু'জনারই সম-অধিকার বটে: তবে আপনি যদি উচ্চাগুণ ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিবেশীসুলভ আচরণকারী হন তবে এখন হক পরিত্যাগ করার সুযোগ এসে গিয়েছে। এতে করে কারও দেওয়া তিক্ততা আনন্দের সাথে হাসিমুখে বরণ করে নেবার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। এই সব পরীক্ষাই "মু'মেন" এই বিষয়-বস্তুর অংশ।

যদি এমন লোক জন্মগ্রহণ করেন—যিনি আঁ-হুযুর (সাঃ) বর্ণিত এই বৈশিষ্ট্যানুযায়ী মুসলিম হন তবে এক পাকিস্তান কী (?) সমগ্র দুনিয়ার রাষ্ট্র-দেশসমূহ মিলেও যদি অমুসলিম বলতে থাকে তবুও তাতে কানা-কড়ি পরিমাণও পার্থক্য ঘটবে না; কেননা অমুসলিম আখ্যায়িতকারীরা নিজেরাই 'মুসলিম' নামের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে।

ফাসাদ সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে, একে অপরের অধিকার হরণ করে চলছে। সুতরাং জামাতে আহমদীয়াকে হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপদেশ-বাণীর প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে ওগুলোর তত্ত্ব-দর্শন জানতে ও বুঝতে হবে এবং সাধ্য-সাধনায় যতদূর কুলোয় সেগুলোর নিগুঢ় রহস্য অনুধাবন করে তদনুযায়ী কর্মও করে যেতে হবে।

তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন, 'ওয়া আকালেয্ যেহ্ফা ফা ইন্না কাসরাতায্ যেহকে তুমিতুল কালবা'—হাসি আনন্দ করো তবে তাতে সীমা লঙ্ঘন করো না, বাড়াবাড়ি করো না। কোন কোন লোক ঠাট্টা-তামাশাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলেছে। কৌতুকের জন্যই তাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভাঁড়ামী করতেই তারা থাকেন, এতদ্ব্যতীত আর কোনই উদ্দেশ্য নেই। গভীর ও মননশীল বিষয় ভাববার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর নির্দেশ প্রদান করার জন্য নীরবে চিন্তা-ভাবনা করতে—ধর্মের প্রয়োজনে নিজ জীবন উৎসর্গ করার জন্য—

তাদের মস্তিষ্কে শুধুই কৌতুকপ্রিয় প্রফুল্লতাই জন্মায় না; বিষয়ের এদিক উদ্ধৃত করতেই এই হাদীস—তিনি (সাঃ) বলেছেন যে—তোমরা কিছু দায়িত্ব অন্ততঃ পালন করো, হাসতে খেলতেই নিজের সারা জীবন খুঁইয়ে দিবে—আর তাই যদি করো তবে তো

তোমাদের অন্তর মরে যাবে, আর মৃত অন্তর যদি হাসেও তবে তো ফোকলা কাষ্ঠ হাসি হাসবে, এমন লোককে আমি কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখেছি। তাদের হাসি শুধুই ফাঁপা, হাসিতে তাদের থাকে নিরর্থক কথা এবং শব্দও হয় এমন যেন ফাঁকা ঢোল বাজছে। কিন্তু এমন ব্যক্তি যে নীরব গাম্ভীর্য বজায় রাখে, কাঁদেও; তার হাসি বিমল আনন্দে থাকে ভরপুর। মুক্তির আবাহনে সমৃদ্ধ সে হাসি হয় স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ও সঠিক। দেখুন, আঁ হুযূর (সাঃ) কতই প্রিয় ও নীবিড় পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, বলেছেন যে—অন্তর মরে যাবে! আর অন্তরই যদি মরে যায় তবে—না কাঁদতে কেউ রবে আর না হাসতে!! তোমার জীবন—মিছে এক জীবনে পরিণত হয়ে রইবে! ঢোলের এক বাজনা বাজবে, না সত্যিকারের আনন্দ তোমার হাসিতে ফুটবে, না সত্যি সত্যি কেঁদে তুমি হাল্কা হতে পারবে। অতএব, মৃত অন্তর নিয়ে বেঁচে থাকা এক ব্যক্তিকে জীবিত কীরূপে বলা যাবে?

এই ছিল কিছু সদুপদেশ যা আজকের খুৎবার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কথা ইনশাআল্লাহ্ পরে হবে। এখন আমি আরেকটি জরুরী ঘোষণা করতে চাই-তা' এই যে-আজ আমি বড় এক মর্যাদাবান বিবাহের ঘোষণা করবো। এর পরিচয় প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি—বিবাহ জুমুআ নামাযের পর হবে—আজ যেহেতু লোক সমাগম কম হয়েছে এবং দিনও বেশ বড়, এই জন্য আজ নামায জমা করা হবে না বরং জুমুআর পর আসর নামায সঠিক সময়ে আদায় করা হবে—কিছু দিন থেকে আমরা এরূপই করে আসছি। জুমুআর নামাযের পর সুন্নত আদায়ের পূর্বে জামাতের সদস্যগণ বসবেন। গুরুত্বপূর্ণ এক বিবাহের ঘোষণা যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। জুমুআর নামাযের সাথে আমি সাধারণতঃ বিবাহ পড়াই না এবং জানাযাও না. যথাসম্ভব অপর কোন সময়ে নির্ধারণ করে নিই—কেননা জুমুআর দিনের কাজ-কর্মের নিজস্ব কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়ে গিয়েছে।

আজ যে বিবাহের ঘোষণা করতে যাচ্ছি তা আমাদের প্রিয় নাসীম মাহদী সাহেব যিনি কেনাডার আমীর তার বিবাহ এবং আপনাদের স্মরণ আছে কিছুকাল পূর্বে তার গৃহিণী অল্প বয়সেই ওফাত পেয়েছেন। অর্থাৎ বয়স তো খুবই অল্প ছিল না তবে অপরাপর গৃহিণীরা সাধারণভাবে যেমন বয়স পান সে তুলনায় কম বয়সই ছিল। আহমদীয়তের সাথে অসাধারণ আকর্ষণীয় গুণে গুণান্বিতা খুবই প্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারীণি ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুর পর সে গৃহে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আগে তো আমি দূর থেকে শুনতাম এবং ধারণা করতাম, কিন্তু আমি যখন কেনাডা সফরে গেলাম বড় গভীরভাবে আমি তখন হৃদয়ঙ্গম করলাম। বিরাজমান এই শূন্যতা তার গুণ-মুগ্ধ স্মৃতির কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। গুণ-মুগ্ধতার ঐ স্মৃতি এমনই যে, বিপত্নীক এক স্বামী মধুময় সে অনুভব বিস্মৃত হয়ে পুনঃ দার পরিগ্রহে

নিজ অন্তরে সায় পায় না। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা এত প্রকট যে, প্রতিনিয়ত তা অনুভূত হতে থাকে। ওখানে মহিলারা আছেন, তাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ছোট বাচ্চারা আছে—ছোট্ট বাচ্চা সে কীভাবে নিজে ঘর সামলাতে পারে। ফলে কোন কোন মহিলা দয়া-পরবশ হয়ে তার খাবার রান্না করতে শুরু করে, তার ডিপ ফ্রীজ ব্যবহার শুরু করে দেয়, যা আমাকে আরও কষ্ট দেয়। আমীরের মর্যাদা এমন নয় যে, তার সাথে দয়াবশতঃ কেউ এমন আচরণ করে যাবে। বরং আমীর তো স্বয়ং মুহসেন-কৃপাকারী, তার অন্তরে কেবলই সেবাদানের আবেগ-এ আমি জানি কিন্তু তার বিষয়ে যে সকল কথা হচ্ছিল—কোন কোন লোক এভাবেই বর্ণনা করছিলেন যেমন—অনন্যোপায় কিছু মহিলা খুবই দয়াপরবশ হয়ে এতো কুরবানী স্বীকার করে চলছে—এ অবস্থায় তক্ষণই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম যে—সে মেনে নিতে রাজি (সম্মত) হোক আর নাই-ই হোক বিয়ে তাকে করাতেই হবে। বস্তুতঃ পক্ষে লাখোবার সে অস্বীকার করেছে যে, আমার অবস্থা তো আপনি অবহিতই আছেন। আমি বলেছি আমার সব জানা—কিন্তু 'তোমার বিয়ে' আমাকে করিয়ে দিতে হবে। যেহেতু সে খুব উৎসর্গীকৃত প্রাণের অধিকারী এবং তার প্রকৃতিতে অস্বীকারের লেশ মাত্র নেই। এজন্য সে বাধ্যবাধকতা অনুভব করেছে এবং আমার জানা ছিল যে, অবশেষে সম্মত তাকে হতেই হবে। এমনি আরও এক পরিবার আছে আল্লাহ্‌তা'লার আশিসে (ফযলে) যার মধ্যে অস্বীকারের স্বভাবই নেই, সেটি হলো মৌলভী শরীফ আহমদ সাহেব মরহুম (আল্লাহ্ রহম করুন) ও মগফুর (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) মুবাল্লিগে সিলসিলা (আহমদীয়া জামাতের প্রচারক)-এর পরিবার। অতএব, আমি বলেছি—এ দু'টি পরিবারের স্বভাব-প্রকৃতি এমনই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে—এদের পরস্পরের মধ্যে 'সম্বন্ধ' স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন এবং ইনশাআল্লাহ্ এই সম্পর্ক দীন (ধর্ম) ও দুনিয়া সকল দিক থেকে কল্যাণময় সাব্যস্ত হবে। এ উদ্দেশ্যে টেলিফোনে আমি কনের অভিমতও নিয়েছি এবং অল্প কথায়ই সে-ও বুঝে নিয়েছে। সে বলেছে—ঠিক আছে, আপনার সিদ্ধান্ত যা আমাদের সকলের সিদ্ধান্ত তা-ই। অতএব, তাদের বিয়ে এবং পরস্পরের পরিচিতি কিছুটা তো আমি দিলাম এবং জুমুআর নামায আদায় করার পর ইনশাআল্লাহ্ সংক্ষিপ্তাকারে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হবে।

এই বিয়ের সাথে আরো একটি বিয়ে পড়ানো হবে এবং তাদের বদৌলতে এরাও কল্যাণের ভাগীদার হবে। তারা হলো—আমাদের নাঈমা খোকর সাহেবা মুযাফ্‌ফর খোকর সাহেবের স্ত্রী এবং মুযাফ্‌ফর সাহেব জামাতের একজন নিষ্ঠাবান সেবক; অবশ্য জামাতের আরও অনেক নিষ্ঠাবান সেবক রয়েছেন তবে সকলের ক্ষেত্রেই তো আর ব্যতিক্রম করা যেতে পারে না—কিন্তু এমন নাজুক সময়ে তিনি মনোবাসনা প্রকাশ করেছেন যাতে আমি ভাবলাম যে—তাদেরও এখন অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যাক আর এ-এক কল্যাণকর সুযোগও বটে। বাস্তবে জামাতে তার অবদান এতটা যে, কোনই অনুপযোগী ব্যাপার হবে না যদি তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। ইনশাআল্লাহ্, স্নেহাস্পদ নাসীম মাহদীর বিবাহের পর মাহমুদ মুযাফ্‌ফর এবং নাঈমা খোকরের পুত্রের বিবাহও ইনশাআল্লাহ্ এর পরপরই পড়িয়ে দেয়া হবে।

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

জাতীয় নির্বাচন ও দোয়ার মাধ্যমে আমাদের অংশ গ্রহণ

গত ১২ই জুন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয়ে গেল। দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে এই নির্বাচন ছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ (অবশ্য যারা পরাজিত হয়েছেন তারা বলেছেন নিরপেক্ষ হয় নি)। সমগ্র জাতি ব্যাপকভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, ইচ্ছা মত তাদের ভোট প্রদান করেছে। এবারকার নির্বাচন ছিল অভূতপূর্ব। নির্বাচনে ৮১টি দল অংশগ্রহণ করে।

জামাতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত আন্দোলন সহ বেশ কয়েকটি তথাকথিত ইসলামী দল এই নির্বাচনে অংশ নেয়। এই দলগুলি আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করবে বলে বহুদিন থেকে বলে আসছিল। তারা বলছিল যে, বার কোটি "তৌহীদি জনতা" এর রায় নিয়ে তারা পার্লামেন্টে সরকারীভাবে এই কাজটি করবে।

আহমদী জামাত কোন রাজনৈতিক দল নয়। কোন দলের অন্ধ সমর্থকও নয়। দেশের, দশের কল্যাণে যারা কাজ করে, স্বাধীনতার পক্ষে যারা কথা বলে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার, সক্রিয় তাদেরকেই আহমদীরা ভোট দেয়। কিন্তু সমগ্র দেশে ছড়িয়ে থাকা আহমদীরা তাদের ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে এককভাবে হয়তো কাউকে পাশ ফেল করাতে পারবে না। আর এজন্যই মৌলবাদীরা আমাদের ভোটের তোয়াক্কা না করেই বলতে থাকে যে, তারা "তৌহীদি জনতার" রায় নিয়ে আহমদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আহমদীদের আস্তানা তারা এদেশে রাখবে না। যারা এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল তাদের এই তর্জন গর্জন দেখে মনে হয় যেন এরাই লড়াই করে এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সকল ধর্মের লোকের রক্তের বিনিময়ে যে দেশের জন্ম সেই দেশে মৌলবাদীরাই যেন একমাত্র মালিক। অন্যেরা তাদের জিম্মি, আমানত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহমদীরাও রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। অথচ একাত্তরে যারা তাদের রক্ত ঝরিয়েছে আজ তারাই আবার রক্ত চক্ষু দেখায়। কী নির্মম পরিহাস!

আমি আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদের (আইঃ) কাছে দেশের পরিস্থিতি জানিয়ে দোয়ার আবেদন জানাই। দোয়াই আমাদের অস্ত্র, দোয়াই আমাসম্বল। উত্তরে হুযূর (আইঃ) জানালেন, বেশী বেশী করে—আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাসহীকা—হে আল্লাহ্ তুমি তাদেরকে (বড় বড় বিরুদ্ধবাদীদেরকে) সম্পূর্ণরূপে (দৈহিকভাবে অথবা সাংগঠনিকভাবে) খণ্ড-বিখণ্ড এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও, পাঠ করার নির্দেশ দেন। খুতবার মাধ্যমে, পত্রিকার মাধ্যমে নির্বাচনের দিন-

গুলিতে এই দোয়া যত বেশী সম্ভব পাঠ করতে বলি। শূরার মজলিসে সকলকে নিয়ে ইজতেমায়ী দোয়া করি এবং ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই দোয়া কবুল করেন। যারা আমাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার অঙ্গীকার নিয়ে মাঠে নেমে ছিল তারা প্রশ্নের দ্বারা, ভোটের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। কোন মৌলবাদী দলই জয়যুক্ত হতে পারে নি। সব চাইতে সুসংগঠিত মৌলবাদী দল জামাতে ইসলামী তিনশত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ২৭২ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মাত্র তিন জন কোন রকমে পাশ করে। দলের বড় বড় নেতারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছেন। সবাই হতবাক!

অপর দিকে যেসব মন্ত্রী এবং নেতা আমাদের বিরুদ্ধে কোন না কোনভাবে অংশগ্রহণ বা সহায়তা করেছেন তারা প্রায় সবাই পরাজিত হয়েছেন। ছিন্ন-ভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছেন। ফাতা'বেরু ইয়াউলিল আবসার!

দোয়ার আবেদন

ভাই ও বোনেরা! আস্‌সালামু আলাইকুম!

আপনারা দোয়া করতে থাকুন, এবার যারা নির্বাচিত হয়েছেন, যারা সরকার গঠন করবেন, তারা যেন সঠিকভাবে ইনসাফের সঙ্গে, নিরপেক্ষভাবে, সার্থকভাবে দেশ ও দশের সেবা করতে পারেন, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যেন তারা শাসন কার্য পরিচালনা করেন। স্বাধীনতার শত্রুদের সম্বন্ধে যেন তারা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখেন। সাম্প্রদায়িকতা যেন নির্মূল করেন।

আমরা নির্বাচিত সদস্যবৃন্দকে, নবগঠিত সরকারকে মোবারকবাদ জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন, আমীন!

(২২ পাতার অবশিষ্টাংশ)

নারীপুরুষের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব পালনে কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ হলো নারী সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ঘরকন্নার দায়িত্ব পালন করবে এবং পুরুষের দায়িত্ব হলো পরিবারের ভরণ-পোষণ ও প্রশাসন। পুরুষ এসব কাজের জন্য স্বাভাবিকভাবে বিশেষ উপযোগী। ঘর বাহির দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ কোনটাকেই হেয় করে দেখা দূর দৃষ্টিরই অভাব নয়, বোকামীরই শামেল। ঘরকন্নাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা সমাজে অযথা নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নারীরা সমতার দাবী নিয়ে আন্দোলন করছে। স্রষ্টা নারী পুরুষ যার যেখানে প্রাধান্য ও সমতা দিয়েছেন সেখানে তা-ই গ্রহণ করতে ও মেনে নিতে হবে। পরস্পরের পরিপূরকতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা নয় সহযোগিতা দ্বারাই পূর্ণতা দিতে হবে।

জীবনের সমস্যা নানা জটিলতায় কণ্টকিত থাকে। তাই কখন কখন ব্যতিক্রম দেখা দিয়ে থাকে। নারীকে অনেক সময় জীবিকা অর্জনে বাধ্য হতে হয় বা পুরুষকে সহায়তা দিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নারীসুলভ কাজে তাদেরকে নিয়োজিত রাখার জন্যে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এদেশের মেয়েরা যথাসম্ভব কৃষি কাজ, পশুপাখী পালনে হিস্যা নিয়ে থাকে। তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এসব কাজে দক্ষ করে তোলা উচিত। প্রাইমারী শিক্ষিকার কাজেও তারা অনেক ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইসলামী বিধানে নারী-পুরুষের প্রকৃতির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে উভয়ের কর্মক্ষেত্র নির্দেশ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তাগিদে মুসলিম মহিয়সী নারীরা যে রাষ্ট্রনায়ক ও সেনানায়কের দায়িত্বও সঠিকভাবে সম্পাদন করেছেন ইতিহাস এর স্বাক্ষর বহন করছে।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

নারী পুরুষের সম্পর্ক

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

২৮-৩-৯৬ তারিখে 'মহিলা বস নৈবচ' নামে একটি খবর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এবং 'মহিলারা ঘরকন্নাতেই বেশী আগ্রহী' নামে অপর একটি খবর দৈনিক জনকণ্ঠে ৩১-৩-৯৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এ দু'টোই এখানে তুলে দেয়া হলো:

মহিলা বস নৈবচ

নিউইয়র্ক, ২৭শে মার্চ (এএফপি)। ২২টি দেশের অধিকাংশ মানুষ চান রাজনীতিতে মহিলাদের বড় ধরনের ভূমিকা থাকুক, কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকই মহিলা বসের অধীন কাজ করতে চান। লিঙ্গ সম্পর্কিত এক গ্যালপ জরিপ চালানো হয় ২২টি দেশে। তার মধ্যে ১৪টি দেশের অধিকাংশ মানুষই বলেছে তারা একজন পুরুষের অধীনেই কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন। ফ্রান্সের ৩৫ শতাংশই বলেছে, তারা একজন মহিলার চাইতে একজন পুরুষের অধীনে কাজ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। মাত্র ১৭ ভাগ মহিলার সঙ্গে কাজ করতে চান। ফ্রান্সের ৭৭ শতাংশ মহিলাই পুরুষ বস পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে মাত্র ১৪ শতাংশ বলেছেন, তারা একজন মহিলাকে বস হিসেবে চান।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৫৪ শতাংশ মহিলা পুরুষ বস পছন্দ করেন। এই জনমত জরিপ চালানো হয় ১৯৯৫ সালের আগষ্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে। প্রতিটি দেশের ১ হাজার লোকের মধ্যে এই জনমত চালানো হয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এ চিত্রটি একেবারেই উল্টো। প্রতিটি দেশের জনমতে দেখা যায় ক্ষমতায় বেশি সংখ্যক মহিলা এলে তাদের সরকার ভালভাবে পরিচালিত হবে। (দৈনিক সংবাদ ২৮,৩,৯৬)

মহিলারা ঘরকন্নাতেই বেশি আগ্রহী!

এক মহিলা শিক্ষাবিদ তার বক্তব্য দিয়ে নারীবাদীদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছেন। শিক্ষাবিদ ক্যাথেরিন হাকিম বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী বাড়িতে থাকতে এবং তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে তারা চান তাঁদের পুরুষ সঙ্গীরা উচ্চ পদে চাকরি করুন। খবর লণ্ডন থেকে এএফপি'র।

ক্যাথেরিন হাকিম আরও বলেছেন, প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে মাত্র একজন নিজের ক্যারিয়ার গঠনে আগ্রহী, আরেকজন মোটেই কাজে আগ্রহী নয় এবং অবশিষ্টজন দু'টি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা করলেও ঘরকন্নাকেই প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করে। লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের একজন শীর্ষস্থানীয় রিসার্চ ফেলো ক্যাথেরিন হাকিম বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ

জার্নাল অব সোশ্যালজিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে ১১ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন। তিনি বলেছেন, গোটা ইউরোপে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, মহিলারা দু'টি ভাগে বিভক্ত- একটি অংশ ক্যারিয়ার মাইণ্ডেড বা পেশা গ্রহণের পক্ষপাতী এবং অপর অংশ হচ্ছে 'কৃতজ্ঞ দাস' যারা শুধু সংসার ও সন্তানদের দেখাশোনা করে থাকে। ক্যাথেরিন স্বীকার করছেন যে, তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অপ্রিয় করে তুলেছে। এছাড়া এখন অনেক শিক্ষাবিদ তাঁর সঙ্গে কথাও বলতে চাচ্ছেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাঁর লেখা ফাইভ মিথস অন উইমেন্স এমপ্লয়মেণ্ট নামক গবেষণা প্রবন্ধে লিখেছেন যে, গৃহিণীর চেয়ে পেশাজীবী নারীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সামঞ্জস্যহীনভাবে আলোকপাত করে নারীবাদীরা ভ্রান্ত 'মিথ' এর জন্ম দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীই বিবাহিত জীবনে নারী-পুরুষের ভূমিকাকে পৃথকভাবে দেখে থাকে। তাঁদের ধারণা, রুটি-রুজির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পুরুষের ওপর অন্যদিকে মহিলাদের কাজ হচ্ছে প্রধানত বাড়িঘর দেখাশোনা করা। বৃহস্পতিবার ক্যাথেরিনের বিরুদ্ধে গবেষণার অভাব ও অর্থনৈতিক প্রভাবকে বিবেচনায় না এনে তার মতবাদের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য অভিযোগ আনা হয়েছে।

(দৈনিক জনকণ্ঠ ৩১,৩,৯৬)

খবর দু'টোর প্রেক্ষিতে এখানে নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। নারী ও পুরুষ মানবতার দু'টো অপরিহার্য পৃথক অঙ্গ। দৈহিক ও প্রকৃতিগতভাবে এক নয়, কোনটাই এককভাবে পূর্ণও নয়। উভয়ই উভয়ের পরিপূরক।

আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় উভয়েরই অত্যাবশ্যক অবদান কাজ করে তা সত্ত্বেও নারীর অবদান অনেক বেশী ও গুরুত্ববহ। মা হিসেবে নারীর অবদান পুত্র কন্যা উভয়ের জন্যেই অতুলনীয়। কারণ (ক) গর্ভধারণ (খ) দুগ্ধ দান (গ) শিশুর অতীব নিঃসহায় অবস্থায় লালন পালন। প্রসব আমরা অহরহ দেখছি কিন্তু পরিতাপের বিষয় গভীরভাবে এসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করি না। তাতে অযথা অনেক অবাঞ্ছিত অবস্থায় সৃষ্টি হয়। গর্ভধারণ সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখলে আমরা মার কাছে কত ঋণী এর কোনই কূল কিনারা নেই। জন্মের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ই অত্যাবশ্যক। কিন্তু গর্ভ সঞ্চারের পর পিতা মারা গেলেও মা বেঁচে থাকলে সন্তানের জন্ম হয়। এমনই একজন সন্তান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। কিন্তু গর্ভ সঞ্চারের কয়েক মাসের মধ্যে মা মারা গেলে সন্তানের আশা শেষ হয়ে যায়। মার দুধের কোনই বিকল্প নেই। স্নেহ-মমতা ও লালন-পালনে তার ত্যাগের কোনই তুলনা পুরুষে মিলে না। মা অর্থে যদি শুধু নিজের মাকে বুঝি তবে তা হবে সংকীর্ণ মনের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। প্রত্যেক নারীকে মায়ের জাতের অংশ হিসেবে বিবেচনা করলেই উপরোক্ত সংকীর্ণতার উচ্ছেদ ঘটবে। উপরে উল্লেখিত দায়িত্ব পালন স্বাভাবিকভাবে নারীকে ঘরমুখো রাখে। ঘরকন্নায় নারীর বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

(অবশিষ্টাংশ ২০ এর পাতায় দেখুন)

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(চতুর্দশ কিস্তি)

(৩) يبنى ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ○ (الاعراف ركوع ٤)

বঙ্গানুবাদ : হে আদম সন্তানগণ ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ এসে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে ও সংশোধন করবে সেক্ষেত্রে তাদের কোন ভয় থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা আ'রাফ : ৩৬ আয়াত ৪ রুকূ)

দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন :

'ইয়া'তিয়ান্না' শব্দটিতে 'নূনে' তাগিদ হওয়ার কারণে রসূলগণকে প্রেরণ করার যুগ ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত করে। 'ইম্মা' শর্ত সাপেক্ষ অক্ষর হওয়াতেও তাগিদের কাজ দিচ্ছে। ভবিষ্যত কালের আদম সন্তানকে উদ্দেশ্য করে এ আহ্বান জানানো হয়েছে। এর পূর্বের সকল আয়াতই ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

يبنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ○ (اراف : ٣٢)

বঙ্গানুবাদ : হে আদম সন্তানগণ ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময়ে সৌন্দর্য অবলম্বন করো (পোষাক পরিধান করো)। এবং খাও ও পান করো। কিন্তু অপব্যয় করো না। কারণ তিনি (আল্লাহ্) অপব্যয়কারীগণকে ভালবাসেন না। (সূরা আ'রাফ : ৩২ আয়াত)

ইহা জানা উচিত যে, আরবের লোকেরা খালি গায়ে কা'বার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করতো। এজন্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তফসীর এতকানে লেখা আছে :

هذا خطاب لاهل ذلك الزمان ولكل من بعدهم -

অর্থাৎ, এ আহ্বান এ যুগের লোকদের উদ্দেশ্যে এবং ঐ সব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা পরে আসবে। এস্থলে 'রুসুলুন' শব্দ কতকের জন্যে সাধারণভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কেননা, 'ওয়া মাইঁউতি'য়িল্লাহা ওয়ার্ রাসূলা (নিসা ৯ রুকূ) ভবিষ্যতে আগমনকারী রসূলদের জন্যে উম্মতী হওয়াকে শর্তযুক্ত নির্ধারণ করে দেয়। অতএব এই আয়াতে 'রুসুল' শব্দ উম্মতী নবীর জন্যে নির্দিষ্ট করে।

(৪) الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير ○ (الحج ع ١٠)

বঙ্গানুবাদ : আল্লাহ্ মনোনীত করে থাকেন রসূলগণকে ফিরিশ্তাগণের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা হাজ্জ : ৭৬ আয়াত)

দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন ঃ

এই আয়াতে ফিরিশ্‌তা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করার ব্যাপারে ঐশী-বিধান বর্ণিত হয়েছে। ওয়ালান তাজিদা লিসুন্নাতিল্লাহে তাবদীলা (ঐশী-নিয়মের মধ্যে তোমরা অবশ্যই কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না)।

'ইয়াসতাফী' মোযারে' (যদ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল বুঝায়)-এর সীগা যা কিনা এখানে নিয়ম-কানুন বর্ণনা করার কারণে 'ইস্তেমরারে তাজাদ্‌দুদী' (নতুনভাবে কোন কাজ ক্রমাগত হতে থাকা) করছে। মোযারে'-এর অর্থ বর্তমান কালও হয় এবং ভবিষ্যত কালও হয়।

(৫) واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه - قال ء اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى - قالوا اقررنا - قال فاشهدوا و انا معكم من الشهدين ٥ (ال عمران : ٨٢)

বঙ্গানুবাদ ঃ আর (স্মরণ করো) যখন আল্লাহ্‌ নবীগণের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (এই বলে), 'কিতাব ও হিকমত হতে যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে, যে সে বাণীর সত্যায়ন করে যা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তার ওপরে ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।" তিনি বল্লেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, আর এ বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত আমার দেয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করলে?' তারা বল্ল, 'আমরা অঙ্গীকার করলাম।' তিনি বল্লেন, তোমরা সাক্ষী থেকো আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত থাকলাম।'

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮২ আয়াত)

দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন ঃ

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক নবী থেকে জাতির প্রতিনিধিত্বে ভবিষ্যতে আগমনকারী নবীর ব্যাপারে ঈমান নিয়ে আসার ও সাহায্য করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে বা এ অঙ্গীকার রসূলে করীম (সাঃ)-এর ব্যাপারে প্রত্যেক নবী থেকে নেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে আছে যে, এ অঙ্গীকার নবী করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকেও নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন :

واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابرهيم و موسى و عيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ٥ ليسئل الصدقين عن صدقهم - و اعد للكفرين عذابا اليما ٥ (الاحزاب ع ١)

বঙ্গানুবাদ ঃ এবং (স্মরণ করো) যখন আমরা নবীদের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং **তোমার নিকট থেকেও**, আর নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও মরিয়মের পুত্র ঈসার নিকট থেকেও, প্রকৃতপক্ষে আমরা তাদের সকলের নিকট থেকেই এক দৃঢ়

অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, যেন তিনি সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারেন। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্যে তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।
(সূরা আহযাব : ৮-৯ আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট থেকে ঐ সব নবীগণ সম্বন্ধে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো যেন মুসলমানগণ ভবিষ্যতে আগমনকারী রসূলের ওপরে ঈমান আনে এবং তাকে সাহায্য করে।

তফসীরে হুসাইনীতে আছে :

"ওয়া ইয্ আখাযনা' স্মরণ রাখো আমরা নিয়েছি 'মিনান্নাবীঈনা' নবীদের নিকট থেকে 'মিসাকাহুম' তাদের অঙ্গীকার একথার ওপরে যে, (তারা যেন) খোদার ইবাদত করে এবং খোদার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করে আর একে অপরের সত্যায়ন করে অথবা **প্রত্যেককে এ শুভ সংবাদ দেয়া ঐ নবীর সম্বন্ধে যে তার পরে আবির্ভূত হবে।** আর এ অঙ্গীকার নবীগণের নিকট থেকে রোযে আলস্ত অর্থাৎ সৃষ্টির দিনে নেয়া হয়েছে—ওয়া মিনকা **আর নিয়েছি আমরা তোমার কাছ থেকে অঙ্গীকার।**"
(তফসীরে হুসাইনী উর্দু ছাপা নওলকিশোর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—২৫৬)

(৬) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٥ (بنى اسرئيل ركوع ٢)

বঙ্গানুবাদ : খোদাতা'লা বলেন, এবং আমরা (কোন জাতিকে কখনও) আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই। (সূরা বানী ইসরাঈল : ১৬ আয়াত)

এরপরে আল্লাহ্তা'লা বলেন,

وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا ـ كان ذلك فى الكتب مسطورا ٥ (بنى اسرئيل ركوع ٢)

বঙ্গানুবাদ : আর এমন কোন জনপদ নেই যাকে আমরা কেয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করবো না অথবা উহাকে কঠোর আযাব দিবো না। ইহা কিতাবে (আল্লাহ্র বিধানে) লিপিবদ্ধ আছে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৫৯ আয়াত)

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন :

প্রথম আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আযাবের পূর্বে ইতমামে হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ পরিপূর্ণ) হওয়ার জন্যে রসূলের আগমন জরুরী। আর দ্বিতীয় আয়াত বলে যে, কেয়ামতের পূর্বে বিশ্বব্যাপী আযাব আপতিত হবে। অতএব এ অবস্থায় একজন রসূলের আগমন প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ হুজ্জত পূর্ণ হয়েছে এবং অবাধ্য লোকেরা যেন ইহা বলতে না পারে—রাব্বানা লাওলা আর সালতা ইলাইনা রাসূলান ফানাত্তাবি'আ আয়াতিকা মিন কাবলি আন্নাযিল্লা

ওয়া নাখযা' অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট কেন রসূল প্রেরণ করোনি যাতে আমরা অপদস্থ ও অবমানিত হবার পূর্বেই তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করতাম? (সূরা ত্বা-হা: ১৩৫ আয়াত)

(৭) وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم - (النور ركوع ٧)

বঙ্গানুবাদ: তোমাদের মধ্যে হতে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্যে তাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যাকে তিনি তাদের জন্যে (খেলাফতের মাধ্যমে) মনোনীত করেছেন। (সূরা নূর: ৫৬ আয়াত)

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন:

'কামাস্তাখলাফাল্লাযীনা' বাক্যাংশটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ উম্মতের খলীফাগণ বিগত উম্মতের খলীফাগণের সদৃশ হবেন ও তাদের অনুরূপ হবেন। যেমন, ইতোপূর্বের খলীফাগণ দু'রকমের ছিলেন। কতক নবী এবং কতক নবী ছিলেন না। কারণ, এই সন্দেহাতীত প্রতিশ্রুত খেলাফতেও দু'প্রকার খলীফা হওয়া আবশ্যক। নবী নন এমন খলীফা তো খোলাফায়ে রাশেদীন এবং উম্মতের মুজাদ্দেদগণের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিশ্রুত ঈসাকে কিন্তু হাদীসে নবী ও রসূল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর 'আলা ইন্নাহূ খলীফাতী ফী উম্মাতী' বলে উম্মতের মধ্য থেকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খলীফাও আখ্যা দেয়া হয়েছে।' ('তিবরানী ফিল কবীর ওয়াল আওসাত' দ্রষ্টব্য)

(চলবে)

কালামুল ইমাম

"আমি তোমার ওপরে আশীষের পর আশীষ বর্ষণ করবো এমন কি রাজা-বাদশাহ্গণ তোমার কাপড় থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" সুতরাং তোমরা যারা শ্রবণ করছো! এ কথাগুলো মনে রেখ এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তোমরা সিন্দুকে আবদ্ধ করে রেখো, কেননা, ইহা আল্লাহ্তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবেই।"

"ইসলাম ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার বিশ্বাস বিনাশ প্রাপ্ত হবে। সকল অস্ত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে কেবল ইসলামের ঐশী অস্ত্র ব্যতিরেকে যা ভাঙ্গবেও না এবং ভোঁতাও হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের শক্তিকে ভস্মীভূত করে। সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন প্রকৃত তৌহীদ (একত্ববাদ) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এমন কি মরুভূমির অজ্ঞ অধিবাসীরাও তাদের হৃদয়ে তা অনুভব করবে।"

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ), তবলীগে রিসালত: ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ-৮]

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(১লা মে—১৫ই জুন, ১৯৯৬)

সংকলন—আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

জুমআর খুৎবায় এম, টি, র গুরুত্ব এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ঃ

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ৩রা মে'র খুৎবায় সূরা হাজ্জের ৪র্থ রুকূ হতে তেলাওয়াত করে বলেন যে, এখানে ঐ সকল অপবিত্রতা হতে নিজেকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে যেগুলো প্রতিমা সদৃশ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে (অনুপাতে নগণ্য হলেও) কিছু সংখ্যক আহমদী বিশেষ করে পাকিস্তানের বড় বড় শহরে অবস্থিত ধনী বাড়ীগুলোতে বিভিন্ন হিন্দী চ্যানেলের অপবিত্র ফিল্ম দেখার বদ অভ্যাস রয়েছে। এগুলো এরূপ বিষয় যা এক পর্যায়ে মানুষ প্রতিমা স্বরূপ পূজা করতে শুরু করে, এবং সন্তানাদি নিজ ঘরে নায়ক-নায়িকাদের পোষ্টার টাঙ্গিয়ে রাখে ও পোশাক-আশাকে তাদের অনুকরণের চেষ্টা করে। হুযূর (আইঃ) এ বিষয়ে দ্রুত পর্যালোচনা ও হিসাব গ্রহণ করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, তাদেরকে বয়কট করতে বলা হচ্ছে না তবে এটুকু বলা হচ্ছে যে, তাদের বাড়িতে যখন তারা এসব দেখতে থাকে তখন আপনারা উঠে চলে আসুন।

এম, টি, এ, সম্পর্কে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, খোদার ফযল স্বরূপ এটি এসেছে এবং এখন অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে তাদের অভিভাবকদের বলে যে, আমরা কেবল এটাই দেখতে চাই। তাই আমাদের দায়িত্ব বাকি যুব সমাজকে এম, টি,এ-র পবিত্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া।

১০ই মে'র খুৎবায় হুযূর (আইঃ) বলেন যে, যদিও কাশ্ফে Friday the 10th (শুক্রবার ১০ তারিখ) কথাটি খুব জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে, প্রতি শুক্রবার যা ১০ তারিখ হবে তাতে অসাধারণ নিদর্শন প্রকাশিত হবে। তবে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বি, জে, পির উত্থান প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এর পরিণাম ভারত পাকিস্তান উভয়ের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। ইতিহাস হতে উদাহরণ দিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, যে দেশেই ধর্মের নামে অত্যাচার হয়েছে সে দেশগুলোই আজ অনুন্নত ও দারিদ্রপীড়িত রয়েছে।

লেকামা'আল আরব অনুষ্ঠানে বহুবিধ আরব দেশের প্রতিনিধিত্ব ঃ

'লেকা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানটি আল্লাহ্র ফযলে বিশাল গুরুত্ব লাভ করেছে এবং এখন দৈনিক ২/৩ বার প্রচারিত হচ্ছে।

নতুন ডিসের সাহায্যে সম্প্রচার শুরু ঃ বাংলাদেশে ছবির কিছুটা উন্নতি ঃ

১লা মে হুযূর (আইঃ) প্রায় ১৫ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট বড় নতুন ডিশের সাহায্যে সম্প্রচারের উদ্বোধন করেন। এতে ছবির উন্নতি হয়েছে, তবে বাংলাদেশে এখনো খুব স্পষ্ট হয়নি।

মৌঃ বশীর আহমদ অরচার্ড সাহেবের অনন্য কৃতিত্ব ঃ

এ মাসের প্রথম সপ্তাহে যুক্তরাজ্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে একটি ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় চারশত প্রতিযোগী অংশ নেয়। ২৬ মাইল (৪২ কিঃ মিঃ) এর বেশী দূরত্বের এ দৌড়ে খোদ্দামদের মধ্যে কয়েকজন যুগ্মভাবে ৫ ঘন্টা ১০ মিনিট সময়ে প্রথম হয়। আতফালদের মধ্যে স্থান অধিকার করে আব্দুল মোমেন রাশেদ ৬ ঘন্টা ১৫ মিনিটে। এছাড়া যারা সম্পূর্ণ দৌড়ের পথ অতিক্রম করেন তাদের মধ্যে ৬ বছরের বালক থেকে শুরু করে ৭৭ বছর বয়স্ক মৌলানা বশীর আহমদ অরচার্ড সাহেবের ন্যায় বিশিষ্ট বুযূর্গ অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, মৌলানা অরচার্ড এ বছর আহমদী মিশনারী হিসাবে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছেন।

ছোটদের ক্লাসঃ হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর উপর হুযূর (আইঃ)-এর আলোচনা ঃ

৪ঠা মে ছোটদের ক্লাসে হুযূর (আইঃ) 'কামরুল আম্বিয়া' হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এমন হয়নি যে, কোন দিন তাঁর কাছে গিয়েছেন এবং নতুন কিছু না শিখে ফিরে এসেছেন। তাঁর জীবনের আরেক দিক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) অত্যন্ত ভাল বাগান করতে পারতেন। এবং প্রতি বছর এজন্য তিনিই প্রথম পুরস্কার পেতেন। তাঁর বাগানে ১১৭ প্রজাতির আমগাছ ছিল বলেও হুযূর (আইঃ) উল্লেখ করেন।

ক্যানাডার মার্কহাম শহরের মেয়রের সাক্ষাৎকার ঃ

৪ঠা মে 'মীট আওয়ার ফেণ্ড্‌স' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কহাম শহরের মেয়র এবং অন্টারিও প্রাদেশিক পরিষদের সাবেক স্পীকার ও সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী ডনাল্ড কুসেন্‌স।

তরজমাতুল কুরআন ক্লাসে মানব-সৃষ্টি তত্ত্বের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ঃ

হুযূর (আইঃ) সূরা হিজরের তৃতীয় রুকূর ব্যাখ্যা কালে বলেন যে, কুরআনে মানুষকে কোথাও নরম ভেজা মাটি থেকে আবার কোথাও শুষ্ক খনখনে কাদা থেকে সৃষ্টির কথা বলাতে অনেকে এর ব্যাখ্যায় ভুল করেছেন। বস্তুতঃ এগুলো সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়। সর্বাধুনিক গবেষণায় এরূপই জানা যাচ্ছে যে, পানির মধ্যে ভেজা মাটিতে আদি অণুগুলো সৃষ্টির পর স্থলভাগে এসে রোদ ও অন্যান্য প্রভাবে শুকিয়ে তার রাসায়নিক প্রভাবে ঘনীভূত জৈবিক জটিল অণু তৈরী হয়। এরপর পুনরায় পানিতে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এছাড়া মানুষের পূর্বে আগুন হতে জিন্ন তৈরীর বিষয়টি প্রাচীনতম ব্যাক্টেরিয়া—যেটি আগুন হতে সরাসরি শক্তি

লাভ করে-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এগুলোকে বলে পাইরোকক্কাস (Pyrococcus) ব্যাক্টেরিয়া।

পাপুয়া নিউগিনিতে আহমদীয়ত :

অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে আদিবাসী সম্বলিত দ্বীপ-রাষ্ট্র পাপুয়া নিউ গিনিতে আহমদীয়তের প্রতিষ্ঠা ১৯৮৭ সালে। গত বছর তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে। এসব নিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষা ও ইংরেজীতে একটি অনুষ্ঠান দেখানো হয়।

জুমুআর খুৎবায় নেকীর মধ্যেও পদস্খলনের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে সতর্কীকরণ :

১৭ই মে এর খুৎবায় হুযূর (আইঃ) সূরা রা'দ-এর ১০ হতে ১২ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করে প্রকাশ্যে ও গোপনে দানের তাৎপর্য্যের উপর আলোচনা করেন।

২৪শে মে-এর খুৎবা হুযূর (আইঃ) জার্মানীতে প্রদান করেন এবং পরবর্তী শুক্রবার এর রেকর্ডিং এম, টি, এতে প্রচারিত হয়। কিন্তু ছবি বেশ খারাপ ছিল এবং সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হওয়ায় একাংশ শোনা যায় নি। বিভিন্ন সামাজিকতা ও নেকীর মধ্যে লোক দেখানোর প্রবণতা ও মানুষের প্রশংসা কামনা করার কুফল সম্পর্কে হুযূর (আইঃ) আলোচনা করেন।

৩১শে মে হল্যাণ্ডের নুনস্পীট এর বায়তুন্ নূর মসজিদে প্রদত্ত খুৎবার শুরুতে হুযূর (আইঃ) সূরা নাহলের ৭৪ হতে ৭৬ আয়াত তেলাওয়াত করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, দুনিয়াতে দু'টিই পথ আছে। হয় দুনিয়ার গোলামী করতে হয় নতুবা খোদার গোলামী করতে হয়। দৈহিক উন্নতির জন্য যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম মানা দরকার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তেমনি আধ্যাত্মিক নিয়ম ও নেযামে জামাতের প্রতি আনুগত্য আবশ্যক। এ শিকল পরলেই প্রকৃত মুক্তি। তাই হাদীসে দুনিয়াকে মু'মিনদের কারাগার ও কাফেরদের জান্নাত বলা হয়েছে। আদল, ইহ্সান এবং জামাতে অভিযোগ ও আনুগত্যের ব্যাখ্যায় হুযূর (আইঃ) বলেন যে, আমাদেরকে অবশ্যই আদলের (ন্যায়ের) উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শেষে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, আদল সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন জ্ঞান তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তার এক সহস্রাংশও বলা হয় নি।

৭ জুন লণ্ডনে প্রদত্ত খুৎবায় হুযূর (আইঃ) সূরা হা মীম সাজদার ৩৪ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন যে, তবলীগে সাফল্য অর্থাৎ জীবন দানকারী তবলীগের জন্য সাধারণ নেকী আর খোদাওয়ালা ব্যক্তির নেকীর মধ্যে পার্থক্য দেখাতে হবে। অনেক ব্যক্তি পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের জন্য নেক, কিন্তু তাদের নেকী খোদার সাথে সম্পর্ক হতে উৎসারিত নয়। এজন্য নিজ সবকিছু খোদার জন্য সমর্পণ করে 'মুসলেমীন' ও আত্মসমর্পণকারী হওয়ার প্রমাণ দিতে হয়। কেবল এ ব্যক্তিই দুনিয়া, সম্পদ ও সম্মানকে তুচ্ছ করে এগোতে পারে, যে ব্যক্তি আরো বড় কিছুর সন্ধান পেয়েছে। দুনিয়া তখন এই ব্যক্তির ত্যাগে খোদাতা'লা ও পরকালের অস্তিত্বের প্রমাণ পায়। খুৎবার শেষাংশে তরবিয়তী কেন্দ্রসমূহ তৈরীর মাধ্যমে নতুনদের

তরবীয়তের কুরআনী পদ্ধতির দিকে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ঘানার এক এলাকা যেখানে ৭০,০০০ বয়াত হয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এই ব্যবস্থার মাহাত্ম্য উপস্থাপন করেন।

১৪ই জুন হুযূর (আইঃ) আনুগত্য ও নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, রসূল (সাঃ) সম্পর্কেও কুরআনে বলা হয়েছে, তিনি এরূপ নম্র ও সহানুভূতিশীল না হলে অনেকে বিচ্যুত হয়ে যেত। সুতরাং আনুগত্য আদায়ের জন্য নেক পরিবর্তনসমূহ সৃষ্টি করা দরকার, নতুবা শুষ্ক আনুগত্যের প্রচেষ্টা আশা করলেও প্রাণস্পন্দন আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সকলের নিকট আমীরকে (বা কোন আদেশ দানকারী কর্মকর্তাকে) সমান হতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কিছু যেন তাকে করায়ত্ত না করে। আবার আড়ালে সমালোচনাকারীর প্রতিও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করে আদ্‌ল পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। হুযূর (আইঃ) সকলকে এ ধোঁকা হতে সতর্ক করেন যে, এ জন্য যেন তারা অমান্য করা শুরু না করে যে, অমুক গুণ আমীরের নেই, কেননা আনুগত্যের নির্দেশ তো শর্তহীন। তবে আমীরের দায়িত্ব এ গুণাবলী অর্জন করা।

অন্যান্য ভাষার অনুষ্ঠান ঃ

বাংলায় খবর এবং কুরআন তেলাওয়াতের সাথে বাংলা তরজমা দেখানো হয়। এছাড়া অন্য বাংলা অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পাই নি। উর্দু, ইংরেজী, আরবী ছাড়াও ফ্রেঞ্চ, জার্মান বসনিয়ান, তুর্কী, ইন্দোনেশীয়, সিন্ধী, সরাইকী, পশ্‌তু, চীনা, নরউইজিয়ান প্রভৃতি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়েছে।

হুযূর (আইঃ)-এর কল্যাণময় ইউরোপ সফর :

এ সময়কালের মধ্যে এম, টি, এ-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বেলজিয়াম, জার্মানী ও হল্যাণ্ড সফর। সফর চলাকালীন সময়ে নিয়মিত টেলিফোনে সফরের রিপোর্ট প্রদান করা হয়, যা এম, টি এর সংবাদে প্রচারিত হয়।

বেলজিয়ামের অংশের রিপোর্ট আমরা শুনতে পাইনি। জার্মানীতে হুযূর (আইঃ) হ্যামবুর্গ শহরে কয়েকটি সভায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এর মধ্যে বসনিয়ান, আলবেনীয়ান, ফরাসীভাষী, আরব ও তুর্কীদের জন্যও সভা ছিল। এ সভাগুলোর পরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বয়আতও আল্লাহ্‌র ফযলে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হুযূর (আইঃ) ফ্রাঙ্কফুর্টে যান এবং পরবর্তীতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় যোগদান করেন। হুযূর (আইঃ)-এর সফরকালীন ব্যস্ততার একটা প্রমাণ এথেকে পাওয়া যায় যে, বেশ রাতে হ্যামবুর্গে প্রশ্নোত্তর সভা শেষে হুযূর (আইঃ) রওনা হয়ে রাত দেড়টায় ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছেন। সফরকালীন সময়ে এম, টি, এ জার্মানীর সুপ্রশিক্ষিত মহিলা কর্মীরাও হুযূর (আইঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা এডিটিং ও অন্যান্য কাজের ন্যায় ক্যামেরার কাজেও দক্ষতা অর্জন করেছেন।

এরপর হুযূর (আইঃ) হল্যাণ্ডের জলসায় যোগদানের জন্য হল্যাণ্ডে যান এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভাষণ প্রদান করেন। মহিলাদেরকেও জার্মান লাজনার ন্যায় সকল আধুনিক ধর্মীয় সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য হুযূর (আইঃ) উৎসাহিত করেন। এম, টি, এ-র অনুষ্ঠানের বিষয়েও বিশেষতঃ নিজ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর প্রোগ্রাম কীভাবে

তৈরী করতে হবে সে বিষয়ে হুযূর (আইঃ) বিস্তারিতভাবে পরামর্শ প্রদান করেন। হল্যাণ্ডে থাকা কালীন হুযূর (আইঃ) খোদ্দামদের নিয়ে নিয়মিত সোইকেলে বেড়ানোর জন্য যেতেন।

সফর শেষে ফেরার পর এম, টি, এ-তে জার্মানীতে আরব ও তুর্কীদের সাথে অনুষ্ঠিত একটি প্রশ্নোত্তর সভা ৮ ও ৯ই জুন সম্প্রচার করা হয়। এগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।

ক্যানাডার অনুষ্ঠান :

ক্যানাডার তৈরী Meet Our Friends অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হচ্ছে। ১৯শে মে প্রদর্শিত অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও ট্রেজারী বোর্ডের সভাপতি মিঃ অর্থার এগ্‌ল্‌টন (Eggleton)। তিনি টরেন্টো শহরের সাবেক মেয়রও বটেন।

৮ই জুনের অনুষ্ঠানের অতিথির নাম খুব সম্ভবতঃ মিঃ পিটার মেষ্টল্‌। তিনি ভ-গান (Vaughan) শহরের কাউন্সিলর। উল্লেখ্য, এ শহরেই বায়তুল ইসলাম মসজিদ অবস্থিত এবং এই ব্যক্তি পৌর ভবনে তার অফিসে মসজিদটির একটি মডেল সাজিয়ে রেখেছেন। তিনি নগরের মনোগ্রাম খচিত পদকও ক্যানাডার আমীর সাহেবকে প্রদান করেন।

১৫ জুন অতিথি ছিলেন ভ-গান শহরেরই রিজিওনাল কাউন্সিলর। এই ভদ্র মহিলা পূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রীও ছিলেন।

প্রত্যেকেই জামা'তের মসজিদের এবং হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আপনি কি নিজেকে নিয়ে একটু ভাববেন ?

- আপনি একজন আহমদী বিধায় খাঁটি মুসলমানের দাবীদার। তাই নামায কালাম সহ ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অবশ্যই পালন করছেন। ইসলামের বিশ্ববিজয়েও আপনাকে অবদান রাখতে হবে। আপনার সামান্য দান অবশ্যই প্রতিশ্রুতিশীল ফলোৎপাদন করতে সক্ষম। আপনাকে একজন সফল দায়ী ইলাল্লাহ্ দেখার জন্যে জাতি আপনার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে।
- একজন আহমদীকে অবশ্যই রীতিমত চাঁদা আদায়কারী হতে হবে নচেৎ আকাশে আহমদীয়তের খাতা থেকে তার নাম কাটা যাবে এবং তার ধন-সম্পদে বরকত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমরা আশা করি আপনি রীতিমত চাঁদা আদায়কারীদের একজন।
- আপনি ১৯৯৬-৯৭ সনের লাজেমী চাঁদার বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কি ? না হয়ে থাকলে এখনই সেক্রেটারী মালের সাথে যোগাযোগ করুন।
- আপনি আপনার সঠিক আয়ের ওপর বাজেট লিখিয়েছেন নিশ্চয়ই। আমরা জানি যে, আলেমুল গায়েব খোদা অবশ্যই আমাদের সঠিক আয় অবহিত আছেন।
- আপনি ১৯৯৫-৯৬ সনের বাজেটে বরাদ্ধকৃত চাঁদা পুরোপুরি আদায়ের জন্যে তৎপর হবেন কি ? কেননা ৩০-৬-৯৬ তারিখের মধ্যে তা অবশ্যই আপনার আদায় করে দেয়া উচিত।
- আপনি তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার ওয়াদায় শামেল হয়েছেন কি ? হয়ে থাকলে যথা সময়ে ওয়াদা পূর্ণ করতে সচেষ্ট হোন।
- পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার বছর ৩০শে জুন শেষ হতে যাচ্ছে। আপনি ১০০/- (একশ') টাকা দিয়ে জামাতের এই একটি মাত্র মুখপত্র প্রকাশের কাজে সহায়তা করতে কেন পিছ পা হবেন।

(সাহেবুল কাহফ)

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

(একাদশ কিস্তি)

নামায

ছেলে—মা, আমার মা মনি ! আমাকে ব্যাগ আনিয়ে দাও। আমারটি অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

মা—অবশ্যই সোনামনিকে ইনশাল্লাহ্ ব্যাগ আনিয়ে দেবো। তোমার এ কথায় আমার মনে হলো যে, আমরা যে নামায পড়ি এর উদ্দেশ্যও কতকটা এ ধরনের। আল্লাহ্, আমার প্রিয় আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার ভুল-ত্রুটিসমূহকে মাফ করে দাও, আমাকে ধর্মীয় ও পার্থিব ভাল ভাল জিনিষগুলো দাও।

ছেলে—আপনি মুখস্ত করিয়েছিলেন যে, নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ। আমি মুখস্ত তো করে নিয়েছি কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারি নি।

মা—তুমি যে ঘরে বসে আছো এর ছাদ চারিটি দেয়ালের ওপরে স্থাপন করা হয়েছে। যদি এর মধ্যে কোন দেয়াল না থাকে তাহলে ছাদ চালাই করা মুস্কিল হবে। ছাদের জন্যে দেয়াল আবশ্যক। অনুরূপভাবে কোন একটি হল রুমের কথাই ধরা যাক যার ছাদ স্তম্ভের ওপরে স্থাপন করা হয়েছে যদি কোন স্তম্ভকে বের করে নেয়া হয় তাহলে ছাদ দুর্বল হয়ে যাবে। তাই এ দেয়াল এবং স্তম্ভ ছাদের জন্যে আবশ্যকীয় অংশ, যা ব্যতিরেকে দালান-কোঠা তৈরী হতে পারে না। এভাবেই হলো রুকন যার বহুবচন আরকান। এগুলোই ইসলাম ধর্মের স্তম্ভ, যা ব্যতিরেকে ধর্ম পরিপূর্ণ হতে পারে না। আরকানে ইসলাম পাঁচটি : প্রথম তৌহীদ (একত্ববাদ), দ্বিতীয় নামায, এরপর রোযা, যাকাত এবং হাজ্জ। এতে তুমি অনুমান করতে পারো যে, নামাযের গুরুত্ব কতখানি। কুরআন মজীদে বার বার নামায পড়ার তাকিদ এসেছে।

ছেলে—আপনি বলেছিলেন যে, আরবীতে নামাযকে 'সালাত' বলে। এর পরে আমি গভীর-ভাবে লক্ষ্য করতে থাকলাম যে, 'সালাত' শব্দ কুরআন পাকে বার বার এসেছে।

মা—তুমি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবে যে, 'সালাত' শব্দের সাথে নামায পড়ার জন্যে নামায 'কায়েম' অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করা শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। এজন্যে নামায বাধ্যবাধকতার সাথে পড়ার মধ্যে এর উদ্দেশ্য নিহিত। নামায জামাতের সাথে আদায় করা উচিত। আর নামাযকে উৎসাহ ও ভালবাসার সাথে পড়া দরকার। নামাযের সময় কীভাবে বুঝা যায়?

ছেলে—আযানের শব্দ শুনা গেলে।

মা—তুমি আযানের বাক্যগুলো শুনাও তো আব্বু!

ছেলে—আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, হাইয়্যা'আলাস্ সালাহ্, হাইয়্যা'আলাস্ সালাহ্, হাইয়্যা'আলাল ফালাহ্, হাইয়্যা'আলাল ফালাহ্, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

মা—আযান শুনতেই ওযূ করে মসজিদের দিকে যাওয়া উচিত। মসজিদে নামায পড়লে অনেক পুণ্য (সোয়াব) লাভ হয়। তুমি দেখে থাকবে যে, নামাযীরা মসজিদে কাতার-বন্দী হয়ে দাঁড়ায়। কাতার সোজা করতে হয়.....নামাযের জন্যে দাঁড়াবার পদ্ধতি এই যে, তোমার পা যেন অন্যান্য নামাযীর বরাবরে থাকে আগে যেন না বাড়ে। কাঁধ যেন অন্যান্য নামাযীদের কাঁধের সাথে মিলে থাকে। আগে বেড়ে না থাকে। যদি প্রত্যেক নামাযী এসব কথার প্রতি খেয়াল রাখে তাহলে কাতার একেবারে সোজা হবে। মাঝে কোন স্থান ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। যখন নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন নামায কীভাবে শুরু হবে?

ছেলে—ইমামের পিছনে দাঁড়ান নামাযীদের মধ্য থেকে কোন একজন সংক্ষিপ্ত আযান দিবে।

মা—উহাকে 'আযান' নয় 'একামত' বলে। তুমি তো রোজ একামত শোন। হয়ত বা তোমার মুখস্ত হয়ে গেছে। আমাকে শুনাও তো দেখি।

ছেলে—আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, হাইয়্যা'আলাল সালাহ্, হাইয়্যা'আলাল ফালাহ্, কাদকামাতিস্ সালাহ্ কাদকামাতিস্ সালাহ্, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

মা—যদি কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারো তাহলে ঘরেই নামায পড়ো। তোমার তো জানা আছে যে, আমাদেরকে পাক-পবিত্র পোষাকে ও পাক-পবিত্র স্থানে নামায পড়া উচিত। কেননা, আমাদেরকে অতি বড় বাদশাহের সামনে যেতে হয়। যদি তুমি তোমার প্রধান শিক্ষকের অফিসে যাও তখন কী কী বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখো?

ছেলে—ইউনিফরম (নির্ধারিত পোষাক) ঠিক ঠাক আছে কিনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিনা, ইস্তারী করা আছে কিনা, জুতাও পালিশ করা আছে কিনা। সম্মানের সাথে দাঁড়াতে হয়। বুঝে শুনে আস্তে আস্তে কথা বলতে হয়। খুবই ভয় লাগে পাছে কোন ভুল ত্রুটি যেন হয়ে না যায়।

(চলবে)

ওসীয়্যতের দপ্তর থেকে :

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পূর্ববর্তী সংখ্যায় মুসীয়ানের তালিকা প্রকাশনার পর বর্তমান তালিকা প্রকাশ করা হলো।

ওসীয়্যতকারীগণের চাঁদা প্রদানের পর বৎসরান্তে প্রকৃত আয়ের বিবরণ ফরম (আসল আমদ ফরম) পূরণ করে পাঠানোর ভিত্তিতে ৪(চার)টি গ্রুপে ভাগ করে দেখানো হলো :

গ্রুপ-'ক' : যারা ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত প্রকৃত আয়ের বিবরণ পাঠিয়েছেন।
গ্রুপ-'খ' : যারা ১৯৯২-৯৩ পর্যন্ত প্রকৃত আয়ের বিবরণ পাঠিয়েছেন।
গ্রুপ-'গ' : যারা ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত প্রকৃত আয়ের বিবরণ পাঠিয়েছেন।
গ্রুপ-'ঘ' : যারা বিভিন্ন বৎসর পর্যন্ত প্রকৃত আয়ের বিবরণ পাঠিয়েছেন।
গ্রুপ-'ঙ' : যারা এ যাবত প্রকৃত আয়ের কোন বিবরণ পাঠান নি। (পরবর্তী সংখ্যায় দেয়া হবে)।

গ্রুপ-'ক'

ক্রমিক নং	ওসীয়্যতকারীর নাম	সংশ্লিষ্ট জামাত	ওসীয়্যত নম্বর	দাখিলকৃত হিসাব বৎসর
১৮।	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	ঢাকা	১৪১০৬	১৯৯৪-৯৫
১৯।	,, শেখ আবদুল আলী	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৬০২৩	ঐ
২০।	,, মুর্শেদ আলম	চট্টগ্রাম	২২৬৭২	১৯৯৫-৯৬

গ্রুপ-'খ'

১।	মোহতারেমা নূরুন্নেসা বেগম	আহমদনগর	১৬৯৬৩	১৯৯২-৯৩
২।	,, মুকতার বানু	চট্টগ্রাম	১৮১৯৫	ঐ

গ্রুপ-'গ'

১।	জনাব ডাঃ আহমদ আলী	তারুয়া	৭৫২০	১৯৯১-৯২
২।	,, সৈয়্যদ খাজা আহমদ	চট্টগ্রাম	১২৮৯০	ঐ
৩।	,, মোহাম্মদ লকিয়ত উল্লাহ্	ঐ	১৪০৫০	ঐ
৪।	,, নূরুদ্দীন আহমদ	ঐ	২০৭০৯	ঐ

গ্রুপ-'ঘ'

১।	জনাব শেখ সফরউদ্দিন	সুন্দরবন	৭৫২০	১৯৮৯-৯০
২।	,, শেখ জনাব আলী	ঐ	৮০০৯	ঐ

ক্রমিক নং	ওসীয়্যতকারীর নাম	সংশ্লিষ্ট জামাত	ওসীয়্যত নম্বর	দাখিলকৃত হিসাব (বৎসর)
৩।	জনাব ডাঃ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ	তেজগাঁও	৮৬৬৪	১৯৭৯-৮০
৪।	মোহতারেমা মাহমুদা বেগম	চট্টগ্রাম	৮৬৭৭	১৯৯০-৯১
৫।	জনাব আবু মূসা	আহমদনগর	৮৬৮০	১৯৭৯-৮০
৬।	,, আবদুল আলীম	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৮৭২৫	১৯৯০-৯১
৭।	,, আবদুল ওয়াহেদ খন্দকার	ঐ	১২৫৫৮	১৯৮৮-৮৯
৮।	মোহতারেমা সৈয়্যদা আমাতুল মজীদ	চট্টগ্রাম	১৫১০৮	১৯৯০-৯১
৯।	জনাব শহীদুর রহমান	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৬১৬৬	১৯৭৮-৭৯
১০।	,, ডাঃ আওলাদ হোসেন	ঢাকা	১৬৯৬৭	১৯৮০-৮১
১১।	,, মমতাজ হোসেন	আহমদনগর	১৭২৯৯	১৯৮২-৮৩
১২।	মোহতারেমা হোসনে আরা হোসেন	ঢাকা	১৮০৯৫	১৯৭৯-৮০
১৩।	জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা	ঐ	১৮৭৬৭	১৯৯০-৯১
১৪।	মৌলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	মুরব্বী	২০০৬৯	১৯৮৮-৮৯
১৫।	মোহতারেমা হোসনে আরা খানম	ঢাকা	২২১৩৩	১৯৮৮-৮৯
১৬।	জনাব অধ্যাপক আবুল খালেদ	উথলী	২৩০৬৯	১৯৮২-৮৩

সকল মুসীয়ানকে আগামী ১৫ই জুলাই, ১৯৯৬ তারিখের মধ্যে ১৯৯৫-৯৬ সন পর্যন্ত নিজ নিজ আয়ের ও চাঁদা পরিশোধের বিবরণী নির্ধারিত ফর্মে খাকসারের নামে পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

খাকসার—
এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী ওসীয়্যত

তবলীগি সেমিনার

০ গত ২১-৬-৯৬ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নন্দনপুর এলাকাতে আহমদীয়া মসজিদে একটি তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আহমদী, গয়ের আহমদী, হিন্দু ও মহিলা মিলে ৫০জনের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

সন্তান লাভ

বিগত ২রা জুন, '৯৬ (১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩) রোববার আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

নবজাতিকার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, ধর্মের সেবিকা হওয়ার জন্যে ভাই-বোনের কাছে সবিনয় দোয়ার আবেদন করছি।

আনোয়ার আশরাফ ও আসিয়া খাতুন
জামালপুর

পত্র-পত্রিকা থেকে

জামায়াত শিবিরকে প্রত্যাখ্যান করায় বিভিন্ন সংগঠনের অভিনন্দন

"জনকণ্ঠ রিপোর্ট : সংসদ নির্বাচনে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াত শিবিরকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করায় বিভিন্ন সংগঠন দেশের সচেতন মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রজন্ম '৭১-এর সভাপতি সাইদুর রহমান শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের সচেতন মানুষ মহান স্বাধীনতার শত্রু জামায়াত শিবিরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধপ্রিয় মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী নীল নকসা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে যখন দেশের যুব শক্তিকে বিভ্রান্ত করা সহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছিল ঠিক তখনই শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে দেশে আন্দোলন শুরু হয়। তিনি বলেন, জামায়াত শিবিরের এই ভরাডুবি তারই প্রত্যক্ষ ফসল।

বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, এদেশের শহীদ সন্তানরা মনে করে, জনগণ শুধু এই নির্বাচনে ঘাতকদের প্রত্যাখ্যান করেনি, তারা সংসদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করারও রায় প্রদান করেছে। বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে একই মঞ্চে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী এক বিবৃতিতে জামায়াতে ইসলামী সহ মুক্তি যুদ্ধের চেতনাবিরোধী সকল দল ও ব্যক্তিকে ভোট যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে জনগণের প্রত্যাশিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সাফল্যের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

তানযীমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাংলাদেশ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর শোচনীয় পরাজয়কে বিশ্বের ১২৫ কোটি হকপন্থী মুসলমানের ধর্মীয় বিজয় বলে দাবি করেছে।

শুক্রবার তানযীমের কেন্দ্রীয় মহাসচিব ও জামেয়া মাদানিয়া বারিধারীর মুহতামিম পীর কামিল আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ধর্ম ব্যবসায়ী জামায়াতে ইসলামীর পরাজয়ে আল্লাহতায়ালার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

নির্মূল কমিটি

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহবায়ক শহীদ জায়া বেগম মুশতারী শফী ও কার্যনির্বাহী আহবায়ক সাদেক আহমেদ খান এক বিবৃতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঘাতক জামায়াত-শিবির চক্রসহ স্বাধীনতাবিরোধী দল ও ব্যক্তিদের প্রত্যাখ্যান করায় স্বাধীনতা প্রিয় দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, যাঁরা এবারের নির্বাচনকে ইতিহাসের নজিরবিহীন কারচুপি বলে দাবি করছে তারাই ১৫ ফেব্রুয়ারির জনগণ প্রত্যাখ্যাত ভোটার বিহীন নির্বাচনকে সঠিক ও অভূত বলে দাবি করেছিল। নেতৃবৃন্দ এদের সকল প্রকার গণ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও সতর্ক থাকার আহবান জানান।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ

বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের আহ্বায়ক কামাল লোহানী নির্বাচনে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির চক্রকে প্রতিহত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন জানান। নির্বাচনে মওদুদীবাদকে প্রত্যাখ্যান করায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।"

(১৫-৬-৯৬ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

অশ্লীল দেয়াল লিখন

বিয়ানীবাজারে দুই মৌলবাদী কর্মী ছাত্রীর হাতে জুতা পেটা

(বিয়ানীবাজার সংবাদদাতা)

"বিয়ানীবাজার সরকারী কলেজের এক ছাত্রী তাকে লাঞ্ছনা করার দায়ে দুজন ছাত্রকে জুতাপেটা করেছে। কলেজের বিএ, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইসলামী ছাত্রশিবির কর্মী সুহেল আহমদ ও তালামীয কর্মী এবাদুর রহমান তাদের সহপাঠিনী আফসানা বেগম মুন্নীর নামে কলেজের প্রশাসনিক ভবনের দেয়ালে অশ্লীল কথা লিখেছিল। মঙ্গলবার এ নিয়ে সংঘর্ষে ৬ জন আহত হয়েছে। একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদী দলের হামলায় কলেজের একজন বেয়ারা ও ৫ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। এ ব্যাপারে ৮ জনকে আসামি করে বিয়ানীবাজার থানায় একটি মামলা এবং নবনির্বাচিত স্থানীয় সংসদ নূরুল ইসলাম নাহিদের নিন্দা সত্ত্বেও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

গত কাল বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা এক অনুসন্ধান চালিয়ে দুই অপরাধীকে ধরে ফেলে। তাদের ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সামনে নিয়ে এক সালিসের আয়োজন করা হয়। সংঘর্ষ এড়াতে কলেজের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও সকলের উপস্থিতিতে দুই লাঞ্ছনাকারীকে মুন্নী জুতাপেটা করে। তারপর উপস্থিত ছাত্ররা শিবির ও তালামীয়ের দুই কর্মীকে গণপিটুনী দেয়।"

(২০শে জুন '৯৬ দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রকীব

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌র আইন, কুরআনের পার্লামেন্ট এবং সৎ লোকের শাসন সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কি ?

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌র আইন খুবই ভাল কথা, তবে আল্লাহ্‌র আইন তো প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্‌র রসূলের (সাঃ) পদ্ধতিতে। ইউরোপীয় রাজনীতি ধারা বা চাণক্য-কৌটিল্য পদ্ধতিতে নয়। কুরআনের পার্লামেন্ট বলতে কিছু নেই। কুরআনে শূরার কথা আছে, খলীফার কথা আছে, খলীফা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ইমারতের কথা আছে। কোন প্রেসিডেন্ট বা প্রধান মন্ত্রীর গদীর কথা কুরআনে নেই। কোন বিরোধী দলের কথা, লঙ্কা কাণ্ড ঘটিয়ে নির্বাচনের কথা কুরআনে নেই। শুধু সৎ লোকের শাসন কায়েমের কথা কুরআনে নেই। কুরআন বলে, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তোয়াদ্দুল আমানাতে ইলা আহলিহা (নিসা, ৫৯ আয়াত) অর্থাৎ—আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ হল, আমানত বা ভোট প্রদান করবে যোগ্য ব্যক্তিকে। শুধু সৎ লোক যোগ্য না-ও হতে পারে। একজন পরহেযগার, নেক ব্যক্তি হলেই অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এজন্য অর্থ বিষয় অভিজ্ঞ যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন। অতএব, এই সব শ্লোগান শুনতে খুব ভাল লাগলেও কার্যতঃ এর কোন মূল্য নেই।

যারা নিজেদের দলের লোকদেরকে সৎ লোক এবং অন্যদেরকে অসৎ লোক মনে করে তারা অহংকারী। দু'জন সৎ লোকের গল্প বলি, শুনুন ঃ (১) একজন অতি সৎ লোক ছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যা বলতেন না। এক ব্যক্তি ঐ সৎ লোককে বলল, "জনাব, দেখে এলাম আপনার বাচ্চারা কাঁদছে। কারণ আপনার বিবির নাকি তালাক হয়ে গেছে।" একথা শুনে ঐ সৎ লোকটিও কাঁদতে লাগল। অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কাঁদছেন কেন ?" উত্তরে লোকটি বলল, "আমার বিবির তালাক হয়ে গেছে, তাই কাঁদছি।" প্রশ্নকারী বলল, "আরে ভাই সাব ! আপনি তালাক না দিলে তালাক হয় কি করে ?" শুনে সহজ সরল লোকটি বলল, "তাই তো ! তবে যে একজন মুসলমান বলল, মুসলমান কি মিথ্যা কথা বলতে পারে ?" (২) একজন সৎ ও নেক ব্যক্তি মাছ কিনে তসবীহ পড়তে পড়তে বাড়ী ফিরছেন।

রাস্তায় যার সঙ্গেই দেখা হয় সে-ই মাছের দাম জিজ্ঞেস করে। উত্তরে মাছের দাম বলতে হয়। সৎ লোকটি বিরক্ত হয়ে মাছটি ফেলে দিল এবং বলল যে, "যাক, এখন আমি তসবীহ্ পড়তে পড়তে নির্বিঘ্নে বাড়ী যেতে পারব।" নিঃসন্দেহে লোকটি সৎ, তাই বলে এই ব্যক্তি কখনও মৎস্য মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য নয়। আর এজন্যই পবিত্র কুরআন শুধু সৎ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা প্রদানের কথা বলেনি।

প্রশ্ন : জনৈক নেতা প্রয়োজনে শয়তানকেও সমর্থন দেবার কথা বলেছেন (জনকণ্ঠ, ১৪/৬/৯৬) এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : শয়তানকে যে সমর্থন দিবে সে কখনও সাফল্য লাভ করবে না। কারণ শয়তানের দল কখন জয়যুক্ত হয় না (মুজাদালা, ৩ আয়াত)। নিজ স্বার্থে যে শয়তানকে সমর্থন দেয় তার কথায় কখনও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তার দেয়া সমর্থন যে কোন সময় পরিহারও করে নিতে পারে। কারণ সে পারে না এমন কোন কর্ম নেই। এদের কোন নীতি নেই।

প্রশ্ন : জামাতে ইসলামীর মুখোস উন্মোচনে "জামাতে ইসলামীর বিবর্তন ও প্রসঙ্গ কথা" পুস্তকটি নাকি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে?

উত্তর : আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কেউ প্রভাব বিস্তারকারী এ হেন বইও রচনা করতে পারে না।

প্রশ্ন : কয়েকটি দল 'বিসমিল্লাহ্' দিয়ে বক্তৃতা শুরু করে এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর : 'বিসমিল্লাহ্' দিয়ে কাজ শুরু করলে বরকত হয়। কিন্তু শুধু রাজনৈতিক বক্তৃতা বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করলে আর অন্যান্য সব কাজ বিসমিল্লাহ্ শূন্য হলে তাতে বরকত পাওয়া কি সম্ভব? বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করে বক্তৃতায় মিথ্যা কথা বললে পুণ্য তো নয়ই বরং পাপই হবে। বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর দিয়ে শূকর যবাই করলে যেমন হালাল হবে না তেমনি বিসমিল্লাহ দিয়ে মিথ্যা বললেও তাতে কোন পুণ্য হবে না।

প্রশ্ন : টেলিভিশনে আযান হয়, এটা কি ভাল নয়?

উত্তর : আযান দিতে হয় নামাযের জন্য ও যেখানে নামায হবে সেখানে। টি, ভি, তে যে আযান হয় তা নামাযের জন্য নয়। এটি বিসমিল্লাহ দিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতার মতই একটি বিষয়। তাই টি, ভি, তে আযানের পর নামাযের জন্য কোন বিরতি দেয়া হয় না। আযানের পরই আবার নাচ গান শুরু হয়।

প্রশ্ন : মৌঃ দেলওয়ার হোসেন সাঈদী এবার এম, পি হয়েছেন। ব্যাপারটি কেমন হল?

উত্তর : ভালই হল। যে ব্যক্তি এতদিন হাটে, মাঠে, ঘাটে ওয়াজ করে খৈ ফুটাতেন এখন

তিনি সংসদে খৈ ভাজবেন তবে ফুটাতে পারবেন কি না তা যথা সময়েই দেখা যাবে।

প্রশ্ন : জামাতে ইসলামী ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র পেয়েছেন ৩টি। বিষয়টি কি দুঃখজনক নয়?

উত্তর : দুঃখজনক কেন হবে? তিন সংখ্যাটি তো ঠিক আছে শূন্য তো শূন্যই। শূন্যের কোন মূল্য নেই। পাকিস্তানে ভোটাররা জামাতকে যেভাবে পরিত্যাগ করেছে বাংলাদেশেও ঠিক এইভাবে ত্যাগ করেছে। এর কারণ হয়ত এই যে, এদের কথা ও কাজে মিল নেই। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

(১) তাদের কিতাবে আছে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন বিষাক্ত দুধের মাখন তুল্য (সিয়াসি কসমকস) গণতন্ত্রের মাধ্যমে কোন এসেমব্লীর নির্বাচন প্রার্থী হওয়া ইসলাম অনুযায়ী হারাম (রাসায়েল ও মাসায়েল) এ হেন নির্বাচন কুকুরের দৌড়ের মত (কওসর, ২৮/১/৫০)। অথচ তারা এহেন নির্বাচনের জন্য পাগল হয়ে মাঠে নেমেছে।

(২) বেশ্যাদের পরেই হারাম উপার্জনে উকিলদের স্থান (রাসায়েল ও মাসায়েল)। এবারকার নির্বাচনে জামাতে ইসলামীর কতজন উকিল অংশ নিয়েছিল তা সহজেই জানা যাবে।

প্রশ্ন : নিরপেক্ষ কেয়ার টেকার সরকারের রূপকার গোলাম আযম সাহেব এ কথা কি অস্বীকার করেন?

উত্তর : কখনও না। বরং আমরা এ-ও বিশ্বাস করি যে, বর্তমান কেয়ার টেকার সরকার নিরপেক্ষ নন এ কথারও তিনিই রূপকার। বর্তমান কেয়ার টেকার সরকার যদি নিরপেক্ষ না হয় তাহলে কেয়ার টেকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সার্থকতা কি ভুল, সবই ভুল!

প্রশ্ন : 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব' এই শ্লোগানটি সম্বন্ধে বলুন।

উত্তর : এই শ্লোগানটি যথার্থ নয়। হওয়া উচিত 'আমার ভোট আমি দেব, উপযুক্ত প্রার্থীকে দেব।'

প্রশ্ন : ভবিষ্যতে কি মৌলবাদীরা জয়যুক্ত হবে না?

উত্তর : আশা করি না। পাকিস্তানে মৌলবাদীরা জয়যুক্ত হতে পারে নি। বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী মৌলবাদীদের পাপের বোঝা বহন করে চলেছে মাত্র। ভারতে মৌলবাদী জয়ী হয়েও সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতেও কোন মৌলবাদী ক্ষমতায় আসবে না।

সম্পাদকীয়

(১)

বর্তমান সংখ্যাটি বর্ষপূর্তি সংখ্যা। ১৫ জুলাই প্রকাশিত হবে ৫৮তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। সুহৃদ গ্রাহকেরা নিজ নিজ বকেয়া পরিশোধ করুন এবং নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করে দিন। প্রত্যেক আহমদী যারা পত্র-পত্রিকা পাঠ করেন তাদের প্রত্যেককেই জামাতের এই পত্রিকাটির গ্রাহক হওয়া উচিত। প্রত্যেক জামাত বাধ্যতামূলকভাবে এই পত্রিকার গ্রাহক হবে।

(২)

২৬ থেকে ২৮ জুলাই ইংলণ্ডে জলসা হবে। ঐ সময় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ তার টার্গেট পূর্ণ করতে পারে নি। সকল মুরব্বী, মোয়াল্লেম এবং জামাতের সদস্য ১লা জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত তবলীগী ত্রিসপ্তাহ পালন করুন। দিন রাত তবলিগী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। প্রত্যেক দায়ীইলাল্লাহ্ দিনরাত দোয়ায় রত থাকুন। আমরা দোয়ার ফল দেখেছি তাই আমাদেরকে দোয়ার মূল্য উপলব্ধি করতে হবে।

(৩)

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। দেশে নূতন সরকার এসেছে। সকলে দোয়া করুন যেন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার অবসান হয়, মৌলবাদের কুচক্রান্ত থেকে দেশ ও জাতি যেন রক্ষা পায়। বাংলাদেশ যেন তার জন্মের সার্থকতা খুঁজে পায়।

আহমদীরা বিভিন্ন দলের পক্ষ বিপক্ষ হয়ে তর্কে লিপ্ত হবেন না। আপনাদের এই দল-ভিত্তিক অবস্থান এবং বিতণ্ডা দেশ ও জামাতের কোনই কাজে আসবে না। চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন আপনার মূল্য কতটুকু। আমাদের কাজ হল দোয়া করা।

(৪)

আপনি যদি কোন দল বা ব্যক্তিকে পসন্দ করেন তাহলে তার জন্য দোয়া করুন। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে কোন দল বা প্রার্থীর জন্য প্রকাশ্যে কাজ করে থাকেন তাহলে তা একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। জামাত এর সঙ্গে জড়িত নয়। কোন দল বা ব্যক্তিকে সমর্থনের ব্যাপারে জামাতের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। যারা এই পদ্ধতি লঙ্ঘন করে কাজ করেছেন তাদের এহেন কর্ম জামাত সমর্থন করে না।

(৫)

আহমদী জামাতের অভ্যন্তরে সকল ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে ফেলুন অন্যথায় ক্ষতি-গ্রস্ত হবেন। যে ব্যক্তিই সীমা লঙ্ঘন করবে সে-ই ধ্বংস হবে। মামলা-মোকদ্দমা করে কেউই লাভবান হয় না। লাভবান হয় আইনজীবীরা, আদালত সেরেস্তার কর্মীরা। অতএব, মামলা-মোকদ্দমার পথ পরিহার করে জামাতের কাযা বোর্ডের কাছে ইনসাফ প্রার্থী হোন।

(৬)

৩০শে জুন বৎসরের সমাপ্তি ঘটছে। তাই সবাই নিজ নিজ চাঁদা পরিশোধ করুন। ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে সকল বকেয়া পরিশোধ করে নূতন বৎসরের সঠিক বাজেট লিখান। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে ক্ষতি নেই বরং লাভ আছে। পরীক্ষা করে দেখুন। (এটিসি)।

24th Issue 30th June, 1996

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করছে। প্রতি শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শুনতে পাবেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272